ঈশ্বরের জনগণ, ঈশ্বরের দেশ

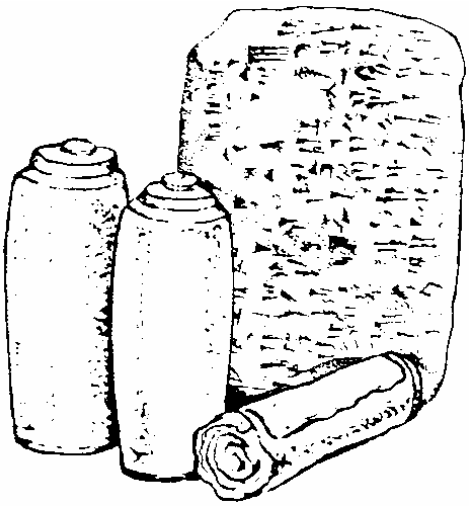

ডেভিড এম. পিয়ার্স

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্
পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত
৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক, কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, **ভারত**

God's People, God's Land
by David M Pearce

Published by:

Christadelphian Bible Students

P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**

3B, 321 Jodhpur Park, Kolkata, 700068, West Bengal, **India**

© Copyright Bible Text: BBS CV (with permission)

October 2006

ইস্রায়েল
ঈশ্বরের জনগণ, ঈশ্বরের দেশ

বয়োজেষ্ঠ্য লোক পাহাড়ের ওপর, ইস্রায়েল জাতির লোকেরা পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত হয়েছেন এবং তারা অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তাঁর কথা শোনার জন্যে। এরা তারই লোক, এই মেষ পালের মত জনগণকে তিনি দীর্ঘ চলিশ বছর লালন ---পালন করেছেন। মরুভূমির নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে মোশির দৃঢ় কণ্ঠস্বর ভেসে এলো বাতাসে। তিনি বললেন,

> "তোমরা এমন এক জাতি যাতে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দ্যেশে আলাদা করা হয়েছে। তোমরা যেন তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিজের লোক ও সম্পত্তি হও সেই জন্য পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে থেকে তিনি তোমাদের বেছে নিয়েছেন" (দ্বিতীয় বিবরণ ৭:৬)।

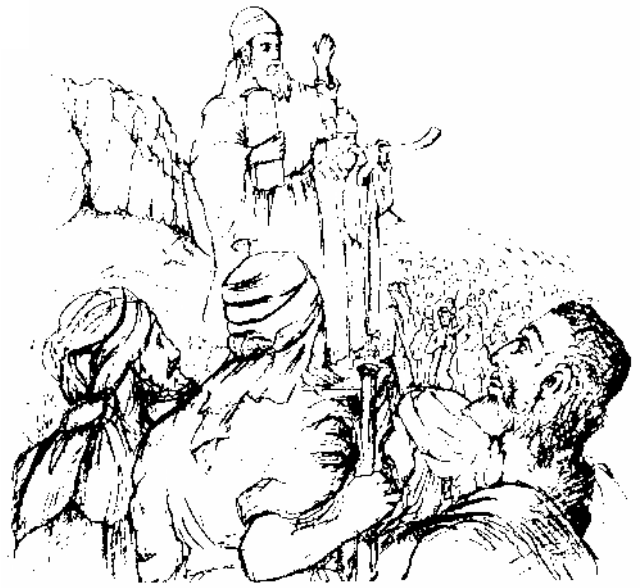

একথাও তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন, "অন্য জাতির তুলনায় তোমরা যে সংখ্যায় বেশি এজন্য তোমাদের বেছে নেওয়া হয়েছে তা নয়"। সংখ্যা ঈশ্বরের জন্য কোন বিষয় নয়। সংখ্যার চেয়ে গুন বা মান অনেক গরুত্বপূর্ণ। "আসলে ঈশ্বর তোমাদেরকে ভালোবাসেন", এভাবে তিনি আরও বললেন--- এবং "ঈশ্বর তোমাদের পূর্ব পুরুষদের কাছে করা প্রতিজ্ঞা এখনও সযত্নে রক্ষা করেছেন যে, তিনি তাঁর বলবান হাতে আপন জাতিকে মিশরের হাত থেকে রক্ষা করবেন" (৭-৮ পদ)। এমন কি ইস্রায়েল জাতির বিদ্রোহী মনোভাবের পরেও, বিশেষ করে তোমাদেরকে

যে উদ্দেশ্যে অত্যাচারী মিশরীয়দের হাত থেকে মুক্ত করে এনেছেন সেই বিষয়েও অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রশংসা করা তাঁর আরাধনা উপাসনার মাধ্যমে তোমাদের অবাধ্যতা সত্বেও ঈশ্বর তোমাদের ত্যাগ করেননি। দীর্ঘ চলিশ বছরের মরুপ্রান্তরে যাত্রা কালের কঠিন দিনগুলিতে মান্না খেয়ে জীবন বাঁচানো, নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি সহিষ্ণু হয়ে উঠা, ও মরুভূমির উত্তপ্ত পরিবেশে দিনযাপন করা, এ সমস্ত বিষয়ই চুড়ান্তভাবে ইস্রায়েল সন্তানদের অপূর্ব এক জাতিতে পরিণত হতে সাহায্য করে, যে জাতির রয়েছে একটি গর্বিত ইতিহাস ও উজ্বল ভষ্যিত।

মনোনীত জাতি

ইস্রায়েল জাতি সম্পর্কে মোশি যখন বলেন যে, তারা "মনোনীত জাতি" তখন কি এ কথা বলা যায় যে, মোশির দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন চোখ ছিল যা খুব ঘনিষ্টভাবে ইস্রায়েলীয়দের অন্তর দৃষ্টি সম্পর্কে জানতে পারত? উত্তরে সজোড়ে বলা যায় "না"। এর প্রায় ১০০০ বছর পর তাদের সেই একই বিদ্রোহী আত্মা তাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে নিয়ে ব্যাবিলনে বন্দি হতে বাধ্য করে। সখরিয় ভাববাদী এরই মধ্যে যিহূদার জনসাধারণের কাছে তাদের বিষয়ে লিখতে পারেন; এইভাবে আপ্যায়নকারী ঈশ্বর বলেন, "যিনি তোমার দৃষ্টির গোপন অংশকে খুলে স্পর্ষ করতে পারেন" (সখরিয় ২:৮)।

আমাদের চোখের দৃষ্টির বাইরে খুব বেশি জিনিসপত্র দেখা যায় না; এভাবে এক সাথে একাধিক জিনিস দেখতে গেলে চোখের মণি অবিরত ব্যথা করে ও ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এ থেকে বোঝা যায় যখন তাঁর মনোনীত জাতি কোন অত্যাচার - নির্যাতনের সম্মুখীন হত তখন ঈশ্বর কি অনুভব করতেন, সখরিয় ভাববাদীর ৫০০ বছর পরে যিহূদীরা ঈশ্বরের পাঠানো তাঁরই নিজ পুত্রকে যখন প্রত্যাখান করে তাঁকে হত্যা করল ও সুসমাচারও গ্রহণ করল না তখন প্রেরিত পৌল রোমীয়দের কাছে লেখা পত্রে এই প্রশ্ন করেছেন, "ঈশ্বর কি তাঁর মনোনীত লোকদের প্রত্যাখান করেছেন?" তাৎক্ষনিকভাবে তিনি নিজেই দ্ব্যর্থহীন উত্তর দিয়েছেন, "কোন দিক দিয়েই তা ঈশ্বর করেননি", "কারণ তারা ঈশ্বরের ভালোবাসার লোক বা প্রিয়তম লোক", পৌল আরও ঘোষনা দিয়েছেন, "তাদের পূর্ব পুরুষদের কারণেই তিনি তাদেরকে ত্যাগ করেননি। যেহেতু এই উপহার দান ও ঈশ্বরের অহ্বান তিনি তাঁর নিজের দায়িত্বেই করেছেন" (রোমীয় ১১:১,২৮,২৯)। যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে অপব্যয়ী পুত্রের কাহিনী বলেন, ঠিক তেমনি যদিও ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরকে নানা ভাবে দুঃখ দিয়েছে তবুও তাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা অপরিবর্তনশীল।

এখানে এই ধারণাটি প্রযোজ্য হতে পারে যে, খুব বিশেষ ধরনে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় ঈশ্বরের সাথে ইস্রায়েল জাতির সম্পর্ক কখনও খারাপ দিকে বা নিম্নমুখী হয় না। আজকে আমাদের সমাজ সমতা ও সমান সুযোগ -এর ধ্যান ধারণা দ্বারা গঠিত। তা হলে সমগ্র বিশ্ব বহু জাতির মাধ্যমে পরিপূর্ণ হলেও ঈশ্বর কেন শুধুমাত্র ইস্রায়েল জাতিকে বেছে নিলেন ? এখানে এমনকি বিশেষ বিষয় আছে যে কারণে দুটি বৃহৎ মহাদেশের মধ্যবর্তী এই ছোট দেশ, যাকে আমরা

'ইস্রায়েল' বলে জানি, তাকে বেছে নিলেন? কি কারণে এই জাতির প্রতিএত গভীর মর্যাদা তিনি দান করলেন?

এই গভীর প্রশ্নের উত্তর এত সহজে দেওয়া সম্ভব নাও হলে একথা বলা যায় যে, ঈশ্বর স্বয়ং সমস্ত সৃষ্টির শ্রষ্ঠা। তিনি যা ভালো মনে করেন তাই করেছেন, কেন তা করেছেন, এই প্রশ্নের উত্তর তিনি আমাদেরকে দিবেন না। খুব অল্প সময়ের জন্য আমরা তাঁর কাজ দেখতে পাই। আমরা তাঁর আগের ও পরের কাজগুলির তুলনামুলক আলোচনা করে কিছু কিছু বুঝিয়ে দিতে পারি। কেন তিনি কোন কাজ করেন তা বুঝতে হলে আমাদেরকে তার অনন্তকাল ধরে সমস্ত কাজগুলি বিচার বিবেচনা করতে হবে।

ঈশ্বরের পরিকল্পনা

এটা এমন একটা বিষয় নির্মাণাধীন কোন বিশাল টাউন হল ভবন কিংবা কোন অফিস ভবন হেঁটে হেঁটে পরিদর্শন করা। নিরাপত্তা বেটেনী তৈরী তার মধ্যে নির্মাণ কাজ চলছে, চারদিকে ইট, শুড়কী, বালি, কাদা ইত্যাদি বিক্ষিপ্ত ছড়ানো ছিটানো, বড় ক্রেন, ঢালাই মেশিন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি, কাজ একেবারে শেষ না হওয়া পর্যন্ত সার্বক্ষনিক প্রচন্ড শব্দ আর চিৎকার, কথাবার্তা। অবশ্যই আমরা জানি, এই সব হৈচৈ আর কাজ -কর্ম কখনই অর্থহীন নয়। নির্মাণকারী কনষ্ট্রাক্টর বা ঠিকাদার এর অফিসে যদি আমরা যাই তবে আমরা দেখব বেশীকছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র যার মধ্যে ওয়েছে, ভবনটির পান, নক্সা বাজেট, ক্লোচার্ট ইত্যাদি যে গুলির মধ্যে লেখা রয়েছে বা আঁকা হয়েছে ভবনটি কেমন হবে, কি মাপের হবে, এর ভিত্তি প্রস্তর কেমন হবে, কামরাগুলির দেয়াল, ছাদ ও শেষে বিভিন্ন সার্ভিস ফিটিংসগুলি কোন কোন সময়ে কিভাবে করা হবে তার বিস্তারিত বর্ণনা এবং ভবনের সমস্ত কাজ শেষ করার জন্য বেধে দেওয়া সময়সীমা। ভবনের নক্সায় প্রযুক্তিগত যে ছবি আঁকা হয় সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকলে আমার ভবনের পরিকল্পনা বা পানটি নিয়ে দেখতে পারি ও ভবনটির নির্মাণের কাজ শেষ হবার পর তার চুড়ান্ত চিত্রটি কেমন হবে তা বুঝতে পারব। এর দ্বারা পানের বাস্তব প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আমরা অনুভব করতে পারব। কিন্তু যখন আমরা হেঁটে হেঁটে নির্মাণ কাজগুলি দেখেছি তখন হয়ত আমরা চিন্তা করেছি ভবনের মালিক বা কর্তৃপক্ষ অনর্থক প্রচুর টাকা খরচ করেছেন।

অনেকটা এ রকমই ঈশ্বরের কাজ। আমরা ভাসা ভাসা জেনে বা দেখে ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছুই বোঝা যাবে না, যতক্ষন পর্যন্ত না আমরা বিষয়ের গভীরে যাবার জন্য ভবন নির্মাণকারী কনট্রাক্টর কাছে গিয়ে ভবন সম্পর্কিত কাগজপত্র ভালোভাবে পড়ে বা দেখি। আর সেই বিষয়টি বোঝার জন্য আমরা এই পুস্তিকায় সহায়তা করেছি। বাইবেলের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ঈশ্বরের সেই মহান পরিকল্পনা, তা বোঝার জন্যই সহায়তা করব আমরা। ঐ ভবন নির্মাণকারী কনট্রাক্টরের মত ঈশ্বর এক মহা পরিকল্পনা করেছেন এবং এখানেই তিনি নির্মাণ কাজের যাবতীয় নক্সা, সময়সীমা, নির্মাণ কাজের ধরন ইত্যাদি অত্যন্ত যত্নের সাথে নক্সা

আকারে বর্ণনা করেছেন। ঈশ্বর যে ভবন নির্মাণ করেছেন তার নাম "ঈশ্বরের রাজ্য", একদিন আশ্যই নির্মাণ কাজ শেষ হবার পর মহা অনুগ্রহ ও শান্তির সুবাতাস নিয়ে সেই রাজ্য প্রকাশিত হবে। সেই প্রাচীন কাল থেকে যত লোক তাঁকে ভালোবেসে গ্রহণ করেছেন তারা সকলেই সেদিন প্রকাশিত হবেন। তাদের সাথে সেদিন রাজা হিসাবে দায়ূদের সিংহাসনে বসবেন যীশু খ্রীষ্ট। তাঁর সংগে তাঁর লোকেরা পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে শাসন করবেন, যারা পৃথিবীতে শান্তি ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে, এভাবে এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের ইচ্ছার পূর্ণ বাস্তবায়ন হবে। সেইদিন ইস্রায়েল জাতি স্বপ্রতাপে প্রকাশিত হবেন, নির্মাণ কাজের মধ্যে সমস্ত কাঠামো, সমস্ত স্থানের পরিমান ও ঘরের সব কিছু যত্নের সাথে নির্মাণ করা হচ্ছে, যেন ইস্রায়েলসহ সবার জন্য যথেষ্ট স্থান ও সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা থাকে।

আসুন তাহলে সুদীর্ঘ ৪ হাজার বছর যাবৎ কিভাবে সেই রাজ্য নির্মাণের কাজগুলি করছেন তা বোঝার জন্য আমরা বাইবেল পড়ি।

রোমীয়দের কাছে লেখা পত্রের ১১ অধ্যায় পৌল যিহূদীদেরকে "ভালোবাসার পাত্র" বলেছেন, আর এই ভালোবাসা "তাদের পূর্ব পুরুষদের কাজের ফলশ্রুতিতে"। পেছনের দিকে ফিরে তাকালে সকল যিহূদীরা থাকে তাদের বংশের পিতা হিসাবে গ্রহণ করেছেন তিনি হচ্ছেন তেরহের সন্তান অব্রাহাম। অব্রাহাম ঊর নামের একটি দেশে জন্মগ্রহণ করে বড় হয়ে উঠেছিলেন। ঊর দেশটি বর্তমান ইরাক দেশের ইউফ্রেটিস নদীর তীরে অবস্থিত। তখন এমন একটা পরিস্থিতি ছিল যখন অধিকাংশ লোকেরাই সেখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাবার কথা চিন্তা করছিলেন। এই সময়ে সদাপ্রভুর কাছ থেকে একজন আগন্তুক এলেন এবং অব্রাহামকে কলদীয়দের ঊর দেশ ছেড়ে চলে যাবার জন্য বলেন; "তোমার নিজ দেশ, আত্মীয় স্বজনও পিতার ভিটে মাটি ছেড়ে চলে যাও এবং আমি তোমাকে যে দেশ দেখাই সেখানে গিয়ে বসবাস করো" (আদিপুস্তক ১২:১)।

ইস্রায়েল জাতির পিতা - অব্রাহাম

ঈশ্বরের দূত এই কথা বলায় অব্রাহামের সামনে অনেক প্রশ্ন এসে দেখা দেয়, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি তাঁর এত গভীর বিশ্বাস ছিল যে, তিনি আর কোন প্রশ্নের উত্তর চাইলেন না, খুব ভালো ভাবে জানতেনও কোথায় যাচ্ছেন, তবুও তাঁর সহায় সম্পত্তি বিক্রি করে দিলেন ও অজানা দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। দীর্ঘ পথ যাত্রা করে তিনি ইউফ্রেটিস নদীর কাছে এসে পৌছালে তাকে পশ্চিম দিকে যেতে বলা হল, এরপর আবার তাকে দক্ষিণে যেতে বলা হয়। দীর্ঘ ২০০ মাইল পথ চলার পর ভূমধ্যসাগর ও মৃত সাগরের মাঝের এক অপূর্ব উপত্যকায় এসে পৌছান, যার মাঝের এলাকায় আবার বেশ উঁচু পাহাড় রয়েছে, পশ্চিম দিকে বিস্তৃত ও দক্ষিণ দিকে সিনয় পর্বতমালা। তখন কেউই এই স্থানটি পছন্দ করেননি, কিন্তু ইস্রায়েলের শত্রুদের হাত থেকে সুরক্ষা পাবার জন্য এই প্রকৃত কৌশলগত পরিবেশ দরকার ছিল। তাছাড়া

এটি ছিল বড় তিনটি দেশের মিলন স্থলের মত জায়গাতে। ভবিষ্যতে এই জায়গার অবস্থা যে কত সুন্দর হবে সেটা তারা তখন চিন্তাও করেনি, কারণ পরে এই মরুভূমির ওপরই সুদৃশ্য ফুল ফুটবে। এই সব ভবিষ্যত পরিকল্পনার সবই ঠিকাদার বা কনট্রাক্টরের ঘরের টেবিলে রয়েছে। এদিকে ঈশ্বর খুব সাধারণ ভাবে অব্রাহামের কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন- "তোমার পরবর্তী সকল প্রজন্মের জন্য এই দেশ আমি" (আদিপুস্তক ১২:৭)।

এই কথাগুলির মধ্যে কিছু কাল্পনিক অর্থও খুঁজে পাওয়া যায়, অব্রাহাম ও তাঁর স্ত্রী সারা দীর্ঘ দিন যদিও অত্যন্ত সুখে- সংসার করেছেন, তবুও কিছু অনিবার্য কারণে তাদের কোন ছেলে মেয়ে হয়নি। তথাপি ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করলেন, অব্রাহামের বংশধরেরাই সেই দেশের অধিকারী হবেন। বেশ কিছু বছর অতিবাহিত হবার পর সেই প্রতিজ্ঞা ঈশ্বর আবার স্মরণ করালেন এবং প্রতিজ্ঞাটি আর একটু বড় করলেন। অব্রাহাম ও তাঁর স্ত্রী এই নতুন দেশে আসার পর প্রথম যে স্থানে ছিলেন সেখান থেকে তাঁদের তাম্বু সরিয়ে অন্য আর এক স্থানে গেলেন, কিন্তু তখনও তারা সন্তানহীন ছিলেন।

এক রাতে ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা সেই স্বর্গদূতকে প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে আরও ব্যাপক ভাবে জানার জন্য প্রশ্ন করার সুযোগ পেলেন, দূত ঈশ্বরের পক্ষে বললেন, "আমিই সদাপ্রভু" দূত আরও বললেন, "যিনি তোমাকে কলদীয়দের দেশ 'ঊর' থেকে তোমাকে এই সুন্দর দেশে বহন করে নিয়ে এসেছেন"। তাৎক্ষণিক ভাবে অব্রাহাম তার দুঃশ্চিন্তা থেকে অকেটা হাল্কা হলেন এবং জানতে চাইলেন, "হে আমার প্রভু ঈশ্বর, কিভাবে আমি জানব, আমি বা আমার বংশের লোকেরাই এই দেশের অধিকারী হবে?" (আদিপুস্তক ১৫:৭-৮)। তাঁর প্রতিজ্ঞাটির পূর্ণ নিশ্চয়তা দানের জন্য ঈশ্বর অব্রাহামের সাথে পূর্বেও চুক্তির অনুসরণে একই রকম আর একটি চুক্তি করলেন, ঐ সময়কার প্রথা অনুসারে চুক্তিটি বলিদান করা পশুর রক্তের দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করলেন। তাঁর চুক্তির পরিকল্পনাটি ঈশ্বর এই ভাবে তুলে ধরলেন : তখন সদাপ্রভু তাঁকে বললেন, "তুমি নিশ্চয় এই কথা জানো, তোমার বংশের লোকেরা এমন একটা দেশে গিয়ে বাস করবে যা তাদের নিজেদের নয়। তারা অন্যদের দাস হয়ে ৪ শো বছর পর্যন্ত অত্যাচার ভোগ করবে। - কিন্তু তোমার বংশের চতুর্থ পুরুষের লোকেরা এখানে ফিরে আসবে, কারণ পাপ করতে করতে ইমোরীয়েরা এখনও এমন অবস্থায় গিয়ে পৌছায়নি যার জন্য আমাকে তাদের শাস্তি দিতে হবে" (আদিপুস্তক ১৫:১৩,১৬)।

ইস্হাক, যাকোব ও তাদের বারো বংশ

এই লক্ষ্যণীয় ভাবনাটি চিত্রায়িত করে দেখায় যে ঈশ্বরের পরিকল্পনা কতটা বিস্তারিত এবং তাঁর দূর দৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞান অনুসারে কতটা মুল্যবান। এক সময় অব্রাহাম বাবা হলেন, তাঁর ছেলের নাম রাখলেন ইস্হাক। তাঁর নাতী যাকোব-এর ঘরে জন্ম নিল বারো জন ছেলে, যাদের প্রত্যেকের নাম অনুসারে পৃথক বারোটি বংশ উৎপন্ন হল। ভবিষ্যত বাণী অনুসারে ইস্রায়েলীয়রা

মিশরের দক্ষিন দিকে চলে এলো। এটা অপরিচিত একটা দেশ তাদের কাছে, দুভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এছাড়া তাদের কিছুই করার ছিল না। ক্রমশ তাদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি পেতে লাগল। কিন্তু বহু বছর পর ঈশ্বর মোশিকে উঠালেন, মোশির নেতৃত্বে তাদেরকে মিশর থেকে বের করে নিয়ে আসবার দায়িত্ব দিলেন, ভয়ংকর দশ দশটি প্রাকৃতিক মহামারী বা চরম বিপর্যয় আনার পর অবশেষে বাধ্য হয়ে এক রাতের বেলা মিশর রাজা ফারাও ইস্রায়েলীয়দের মুক্ত করে দিলেন। মিশরের রাজা ও কর্মকর্তারা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সম্পর্কে এতটাই ভয় পান যে, তারা তাদের সাবেক ইস্রায়েলীয় দাসদের স্বসম্মানে বা মুল্য দিয়ে ত্যাগ করতে বাধ্য হল। "সোনা ও রুপার অলংকার এবং পোশাক পরিচ্ছদ এ সবই তারা মিশরীয়দের কাছ থেকে চেয়ে বা জোর করে নিয়েছে, আর এ ভাবেই তারা মিশরীয়দেও ক্ষতিগ্রস্ত করেন" (যাত্রা পুস্তক ১২:৩৫-৩৬)। অনেকটা প্রায় অনিয়ম মাফিক পান্ডুলিপিতে এটা জানা যায় যে, মিশরে ইস্রায়েল জাতি যে দীর্ঘ সময়টি দাসত্ব করার জন্য থাকে তা হচ্ছে চারশ ত্রিশ বছর (৪০ পদ)। শুধু ছোট কয়েকটা শব্দেই এই সুদীর্ঘ সময়কে প্রকাশ করা হয়েছে। তবে প্রতিটি ভাববানীর বক্তব্যই বাস্তব সত্য হিসাবে ঘটেছে; বিদেশীদের মাটিতে বন্দি অবস্থায় নির্যাতন ভোগ করা, দাসত্ব করা, নিজেদের সর্ব অর্জন ধ্বংস হওয়া, এ সব মিলিয়ে দীর্ঘ ৪০০ বছর। এসবই সুনির্দিষ্ট ভাবে ভবিষ্যতবানী করা হয়েছিল---

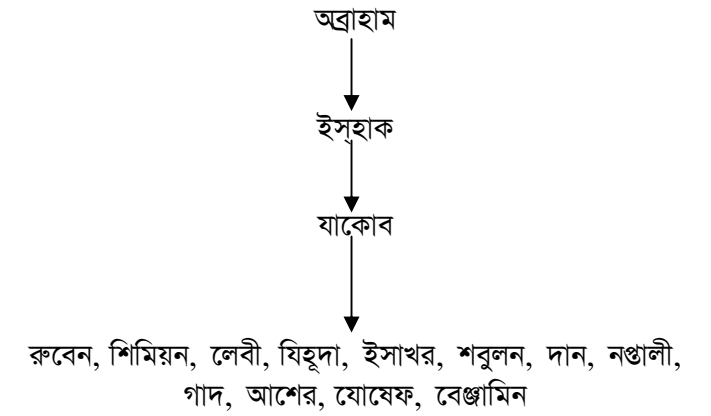

তবে এই সমস্ত ভাববানীর বিষয়ে ঈশ্বরের নৈতিক বাধ্যবাধকতাও ছিল। ঈশ্বর মিশরীয়দের শাস্তি দেন ভয়ংকর মহামারী বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিয়ে, কারণ তারা অব্রাহামের লোকদের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন করেছিল। ইস্রায়েলীয়রা এখন তাদের নিজ দেশে ফিরে যাচ্ছে, যেখানে অব্রাহাম তাঁর লোকদের নিয়ে বসবাসের উদ্দেশ্যে তাম্বু খাটিয়েছিলেন। চার চারটি প্রজন্ম এখানেই বসবাস করেছে এবং তারা বেশ গভীর ভাবেই এখানকার বিরুপ অবস্থার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে স্থানীয়দের অনৈতিকতা ও সন্ত্রাসী আচরণ থেকে। ঈশ্বরের চোখে আমেরিটাসদের (কনান অথবা প্যালেষ্টাইন দেশের অধিবাসী) এখন পরিপূর্ণ হয়েছে। এভাবে

মোশি আগ্রহী ইস্রায়েলীয়দের কাছে ব্যাখ্যা করে বোঝালেন, "তোমাদের ধার্মিকতার কারণে নয় কিন্তু --- তোমরা সেই সুন্দর দেশের অধিকারী হবে; কিন্তু অন্যান্য ঐ সব দেশের লোকদের দুষ্টতার কারণে ঈশ্বর তাদেরকে তোমার সামনে থেকে সরিয়ে ফেলেছেন" (দ্বিতীয় বিবরণ ৯:৫)।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিতেটি আমাদেরকে দেখায় যে, মানুষের কাজ যত জটিল বা যত ক্ষমতাশালী হোক না কেন ঈশ্বর সবকিছু কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। যেহেতু তিনিই এই বিশ্বের শ্রষ্ঠা ও ধারণকর্তা, সেজন্য তিনি সমস্ত জাতির উত্থান ও পতন নিয়ন্ত্রণ করেন, আর সেটি বিবেচনার মাপকাঠিটি হচ্ছে তাদের নৈতিকতার অবস্থা। ঈশ্বর ইস্রায়েলীদের মিশর দেশে দাসত্বের বন্ধনে বন্দি রাখেন এজন্য তারা প্রচন্ড দুঃখকষ্ট ভোগ ও দাসত্বের নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে মুক্ত মূল্য বুঝতে পারেন। একইসময়ে তিনি আমেরিটাসদের চার প্রজন্মকে তাদের পূর্ব পুরুষদের খারাপ পথ থেকে ফিরে অনুতপ্ত সযোগ দেন এবং এরপর তাদেরকে ইস্রায়েলীয়দের দ্বারা নিজ স্থান থেকে উৎখাত করান। এ কারণে প্রেরিত পৌল একবার ঈশ্বরের বিষয়ে লিখেছেন: "ঈশ্বরের বিচার কতনা সুক্ষ ও ন্যায় পরায়ন এবং তাঁর পথ কতই না নিখুত অনিবার্য"।

এরপর আমাদের উচিৎ ইস্রায়েল জাতি ও তাঁদের দেশ সম্পর্কে ঈশ্বরের যে মহান পরিকল্পনা রয়েছেন তা দেখান।

আশীর্বাদ ও অভিশাপ

মিশর দেশ থেকে উদ্ধার পাবার পর মরু প্রান্তরে যাত্রার শুরু থেকেই মোশি তার ইস্রায়েলীয় লোকদেরকে ঈশ্বরের আইন- কানুনের কাছে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। ইস্রায়েলীয়দের এই মহান জাতির আচরণ বিধি শুধু তাদের অন্যায় বা পাপ কাজ থেকে বিরত রেখেছে তা নয়, কিন্তু যারা ঐ আইন-কানুন মেনে চলেছে তাদেরকে দরিদ্র--- অসহায়দের প্রতি সম্মান --- সহানুভুতি এমন কি তাদের শত্রুদের প্রতিও যথোপযুক্ত আচরণ করতে শিখিয়েছে। সিনয় পর্বতের পাদদেশে মোশি ইস্রায়েল জনগণকে নিয়ে সমবেত হল, অব্রাহাম যে ভাবে বলি উৎসর্গের মাধ্যমে চুক্তিকে মুদ্রাঙ্কিত করেন, ঠিক তেমনি ভাবে বলি উৎসর্গের দ্বারা ঐ চুক্তিকে মুদ্রাঙ্কন করেন, সমবেত জনতা ঈশ্বরের এই আইন -কানুন মেনে চলতে একমত হন। এর ফলশুতিতে ঈশ্বর তাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন, যে দেশ তাদের জন্য দেওয়া হবে সেখানে তারা সুখে শান্তি তে বসবাস করবেন সুদীর্ঘ কাল ধরে। তবে সেখানে ঈশ্বর কিছু শর্ত দেন। তখনই তারা ঐ প্রতিজ্ঞাত দেশের 'উত্তরাধিকার' ধরে রাখতে পারবেন যতদিন ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য থাকবেন। এ্যামোরিটাসদের মত তারা যদি তাঁর বাধ্য থাকতে ব্যর্থ হয় তবে তারা রক্তের বিনিময়ে তার শোধ দিবে ও তারা বর্বর দস্যুদের নির্যাতনের স্বীকার হবে, দেশ-এর ওপর তাদের অধিকার থাকবে না।

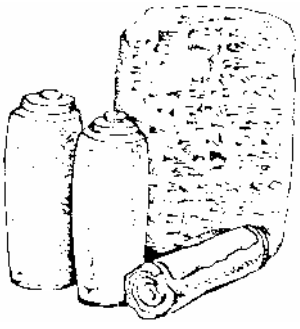

এই ঘটনা পরবর্তী ইস্রায়েল সম্পর্কিত আর একটি উল্যেখযোগ্য ভাববানীর দিকে আমাদেরকে নিয়ে যায়, যার মাধ্যমে মোশি তাদের শত শত বছরের, এমন কি হাজার বছরের ইতিহাস সম্পর্কে ভবিষ্যতবানী করতে পেরেছিলেন। ঈশ্বরের সাথে তাদের চুক্তির বিষয়গুলি মুখস্থ করে স্মরণে রাখার জন্য, ঈশ্বর তাঁর লোকদের সামনে ধারাবাহিক কতকগুলো আশীর্বাদ ও অভিশাপ-এর কথা ঘোষনা করেন। চুক্তির এসব বিষয়গুলিকে প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করবার আগে সকলকে জোড়ে জোড়ে উচ্চারণ করতে হয়েছিল ও সাক্ষী হিসাবে সেগুলিকে পাথরের ওপর লিখতে হয়েছিল। দ্বিতীয় বিবরণ ২৮ অধ্যায়ে এগুলি দেখা যায়। প্রথম ১৪টি পদে সমস্ত আশীর্বাদের কথা লেখা হয়েছে, যদি তারা বাধ্য থাকে তবেই সেগুলি তারা পাবেন। পরবর্তী কতকগুলি দীর্ঘ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, ঈশ্বর তাদের ওপর উপর্যুপরী যে সব শাস্তি মুলক ব্যবস্থা নিবেন সেগুলি সম্পর্কে। যদি তারা চুক্তির ব্যাপারে তাদের অংশ বা প্রধান শর্ত ঈশ্বরের প্রতি তাদের বাধ্যতা ধরে রাখতে ব্যর্থ হন। প্রথমত ঃ তাদের অর্থনৈতিক অবসস্থা খুব খারাব হয়ে যাবে। সারাদেশে অনাবৃষ্টি হবে, সমস্ত ফসল শুকিয়ে মারা যাবে। তাদের শত্রুরা তাদের পরাজিত করবে এবং বিদেশি শক্তির হাতে তাদের দেশ পদানত হবে। যতই দিন যাবে ততই তাদের ওপর অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে, একসময় তাদেরকে সমপূর্ণভাবে ধ্বংস করা হবে ও তারা বন্দি হবে শত্রুদের, এবং তাদেরকে দাস হিসাবে বন্দি করে অন্যদেশে নিয়ে যাওয়া হবে। এরপরেও মোশি তাদেরকে সতর্ক করে দেন এভাবে যে, "তারপর সদাপ্রভু এক সীমা থেকে অন্য সীমা পর্যন্ত সমস্ত জাতির মধ্যে তোমাদের ছড়িয়ে দিবেন।--- সেই সব জাতির মধ্যে তোমরা শান্তি পাবে না, আর তোমাদের বিশ্রাম করবার নিজের কোন জায়গা থাকবে না। যেখানে --- এবং আশা করে চেয়ে থাকা চোখ তোমাদের ক্ষান্ত করে তুলবেন, আর তোমাদের অন্তর নিরাশায় ভরে দেবেন। কি হবে না এই ভাবটা তোমাদের পেয়ে বসবে; আর দিন রাত ভয় ভরা অন্তরে তোমরা বেঁচে থাকা সম্বন্ধে কখনও নিশ্চিত হতে পারবে না" (৬৪-৬৬)। এক পদ থেকে আর এক পদ ভয়ংকর থেকে ভয়ংকর সব মহামারী / সমস্যা / আঘাতের কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

অত্যন্ত আশ্চর্য্য জনক বিষয়টি হচ্ছে, এর সবই সত্যে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘ চলিশ বছর মরু প্রান্তরে থাকার পর ইস্রায়েল জাতি এ্যামোরিটাসদের দেশটি নিজেদের হিসাবে পান। বিচারক নামে পরিচিত ইস্রায়েলীদের শাসকরা দীর্ঘ পাঁচশত বছরঐ দেশ শাসন করেন। ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার শীর্ষে শিখরে যারা পৌছান তাদের মধ্যে উলেখযোগ্যরা হচ্ছেন, রাজা দায়ূদও রাজা শলোমন। ঈশ্বরের প্রতি তাঁদের একাগ্র উৎসর্গীকরণ ও তাদের ঈশ্বরের আইনের প্রতি পূর্ণ বাধ্যতার কারণে মোশির কাছে করা প্রতিজ্ঞার সমস্ত আশীর্বাদ তারা লাভ করে। কিন্তু এরপর

থেকে ধীরে ধীরে তাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে তারা তাদের চারপাশের দেশগুলির বিদেশী দেবতার উপাসনা নিজ জাতির মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটাতে সাহায্য করেন। ক্রমশ তারা ধর্মীয় উৎসব পালনের ক্ষেত্রে ও ব্যবস্থা আইনে যে সব বলিউৎসর্গের নিয়ম ছিল সেগুলিতে বাহ্যিক কিছু ঈশ্বর ভক্তির প্রথা চালু করেন। কিন্তু এসবের মধ্যে দিয়ে দরিদ্র ও অসহায় নির্যাতিত মানুষদের প্রতি যত্ন নেবার দিকটি একেবারে অবহেলা করেন। আর একারণে অনিবার্য ভাবেই তাদের প্রতি নেমে আসে অভিশাপ। সিবিয় ও ইদোমীয়দের মত বিদেশী শক্তি সমুহ তাদের ওপর আক্রমন চালিয়ে অবৈধভাবে দখল করে তাদের দেশ। শক্তিশালী আসিরিয়রা ইউফ্রেটিস নদী পাড় হয়ে তাদের দেশ পদানত করে ও তাদের বশ্যতা স্বীকার করে আসিরিয়দের কর দিতে হয়। এরপর ১০ থেকে ১২ বংশের সবাইকে দাস হিসাবে বন্দি করে নিয়ে যায়।

কিন্তু ঈশ্বর তারপরও তাদের প্রতি একেবারে চুড়ান্ত ধৈর্য ধারণ করেন। যিশাইয়, যিরমিয় ও যিহিস্কেল এর মত মহান ভাববাদীদের মাধ্যমে বার বার তাদেরকে সতর্ক করিয়ে দেন যে তারা ঈশ্বরের আইন মেনে চলার ব্যাপারে তাদের নিজেদের প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে ফেলেছেন। এ বিষয়ে যিশাইয় বলেন, "তোমরা নিজেদের খাঁটি কর, শুচি হও। আমার চোখের সামনে থেকে তোমাদের সব মন্দ কাজ দূর করে দাও, তা আর করো না" (যিশাইয় ১:১৬)। কিন্তু তিনি তার এই আহ্বানের কোন সাড়াই পাননি।

অবশেষে ৫৮৭ খ্রীষ্ট পূবার্দ্দে বাবিল রাজা যিরূশালেম আক্রমন করে দখল করে নেয় এবং যিহূদা ও বেঞ্জামীন বংশের সবাইকে বন্দি করে নিয়ে যায়। প্রায় ৭০ বছর যাবৎ তাদের দেশে অল্প কয়েকজন দরিদ্র যিহূদী ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। এই সময় পরে বাবিলনে বন্দিদের মধ্যে থেকে অল্প কয়েকজনকে দেশে ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হয়। এই অল্প কয়েক জন যিহূদীই তাদের জাতি গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন কোন রাজা ছাড়াই, এবং পারসীয়, গ্রীক ও রোমীয়দের কোন ধরনের সাহায্য ছাড়াই তারা এগিয়ে যেতে থাকেন। ঠিক এই স্থানটিতেই তারা কাজ শুরু করেন যেখানে সারা বিশ্বেও নির্যাতিত মানব জাতিকে মুক্ত দেবার জন্য নাসারত নামের গ্রামে মুক্তিদাতা যীশু জন্ম গ্রহণ করেন।

দায়ূদ সন্তান

যীশুকে এই জগতে পাঠানো ছিল ঈশ্বরের সব থেকে চুড়ান্ত কাজ তাঁর মানুষের মুক্তির জন্য। যীশুর বলা আংগুর বাগানের বা দ্রাক্ষালতার দৃষ্টান্ত থেকে আমরা বুঝতে পারি, দ্রাক্ষালতা বা আংগুর বাগানের কর্মীরা অর্থাৎ ইস্রায়েল জাতির লোকেরা যীশুকে গ্রহণ করেননি। আংগুর বাগানের মালিক ঈশ্বর যখন বাগানের উপার্যন সংগ্রহণ করবার জন্য তাঁর নিজস্ব কর্মচারী অর্থাৎ ভাববাদীদের পাঠান তখন তারা সেই ভাবাদীদেরকে মারধোর করে ও তাদেরকে বাগান থেকে তাড়িয়ে দেয়। "তখন আংগুও ক্ষেতের মালিক বললেন, কি করি ? আচ্ছা, আমি আমার প্রিয় পুত্রকে পাঠাবো। হযত তারা তাঁকে সম্মান করবে। সম্পত্তিটা যেন আমাদেরই হয় সেইজন্য

এসো আমরা ওকে মেরে ফেলি। এই বলে তারা তাঁকে ধরে ক্ষেতের বাইরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেললো" (লূক ২০:১৩-১৫)। যীশু খুব ভালো ভাবেই জানতেন যে, ভবিষতে তাঁর জন্য কি অপেক্ষা করছে। তিনি এবিষয়েও ভালোভাবে জানতেন যে, ঈশ্বরের ক্রোধ খুব অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর স্রোতাদের ওপর শাস্তি হয়ে নেমে আসছে। "তাহলে আপনাদের পূর্বপুরুষরা যা আরম্ভ করে গেছেন তার বাকী অংশ আপনারা শেষ করুন" (মথি ২৩:৩২)। অথচ এ্যামেরিটাসদের মতই ইস্রায়েলীয়রা তাদের সামনে রাখা পাত্রটি যত প্রকার অন্যায্যতা আর অসাম্যতা দিয়ে ভরে তুললো। ফলে সেই সুন্দর আংগুর ক্ষেতটি অন্যদের দিয়ে দেওয়া হল।

পাশের চিত্রে রোমীয়রা যিরূশালেম মন্দির থেকে সপ্ত প্রদীপ হাতে ও অন্যান্য পবিত্র মশাল হাতে এগিয়ে চলেছে; রোমে চিত্র তীত গ্যালারী থেকে ছবিটি নেওয়া হয়েছে।

যীশু ক্রুশারোপিত হয়ে মারা যাবার ত্রিশ বছর পর যিহূদারা রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ঘোষনা করে। রোমীয়দের প্রচন্ড শক্তি শালী সৈন্যবাহিনী যিরূশালেম নগরী আক্রমন করে ও সম্পূর্ণ ভাবে দখল করে নেয়। সমস্ত নগরীতে যিহূদীদের লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায় এবং যিরূশালেম নগরী অবার সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করা হয়। এরপর আবার ৬০ বছর পর এবং ১৩২ খ্রীষ্টাব্দে আবার যিহূদীরা বিদ্রোহী করে রোমীয়দের বিরুদ্ধে, ফলে তাদের চরম দুর্ভাগ্য নেমে আসে। হাজার হাজার যিহূদীকে বন্দি করে দাস হিসাবে বিভিন্ন দেশে বিক্রি করে দেওয়া হয়। রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে এবং তার বাইরেও এভাবে প্রচুর সংখ্যায় যিহূদী দাস হিসাবে বসবাসের মাধ্যমে তাদের সংখ্যা সেখানেও বৃদ্ধি পেতে থাকে। মোশীর সময় যেমনটি দেখা গিয়েছিল তেমনি ভাবে তারা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ল। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই তাদের দেখা গেল। তারা এভাবে বিশ্বের বিভিন্ন নগরীতে গালা গাল ও মারধোর খেয়ে নির্যাতন সহ্য করে চলল। শতাব্দীর পর শতাব্দী তারা তাদের প্রতি অভিশাপ অনুসারে শাস্তি পেতে থাকল। ফলে তারা কোথাও এতটুকু শান্তি পেল না।

তাঁর পুত্রের মাধ্যমে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধন

ঈশ্বরের মনোনীত জাতির লোকদের দ্বারা ঈশ্বরের পুত্রের হত্যাকান্ডটি ছিল তাদের ঈশ্বর বিরোধীতার চুড়ান্ত একটা জঘন্য কাজ। এত বড় জঘন্য কাজ করা সত্বেও তারা আগের মতই ঈশ্বরের পরিকল্পনার অধীনে রইল। যীশুকে মেরে ফেলার ঠিক ছয় সপ্তাহ পর প্রেরিত পিতর যিরূশালেমের মহা সমাবেশে যিহূদী উদ্দেশ্যে কথা বলার সময় বলেন, ঈশ্বর --- তিনি আগেই ঠিক করেছিলেন যে, যীশুকে আপনাদের হাতে দেওয়া হবে। আর আপনারাও দুষ্ট লোকদের দ্বারা তাঁকে ক্রুশে দিয়ে মেরে ফেললেন (প্রেরিত ২:২৩)। প্রকৃত পক্ষে যীশু এ জগতে এসে

মারা যাবার বহু বছর পূর্বে যিশাইয় ভাববাদী যীশু সম্পর্কে তাঁর মর্মস্পর্শী ৫৩ অধ্যায়ের ভাববানীতে বলেন, "লোকে তাঁকে ঘৃণা করেছে ও অগ্রাহ্য করেছে; তিনি যন্ত্রনা ভোগ করেছেন --- আমরা তাঁকে সম্মান করিনি" (৩ পদ)।

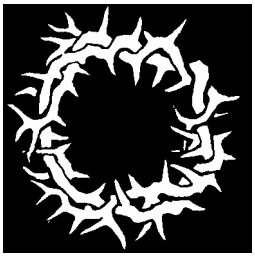

আমরা প্রশ্ন করতে পারি, কেন ঈশ্বর তাঁর একমাত্র ছেলেকে এভাবে লজ্জাষ্কর ও যন্ত্রনাদায়ক মৃত্যু বরনের অনুমতি দিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর বেশ জটিল। তবে সব কিছুর উপরে এ কথা সত্য যে, মানব জাতিকে তাঁর পাপের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এটাই ছিল ঈশ্বরের পরিকল্পনা। সেই যিরূশালেম পাহাড়ের তলদেশে যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বর মানব জাতির জন্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ, অনুগ্রহ ও ভালোবাসা দেখালেন, কিন্তু তার বিনিময়ে তিনি পেলেন, মানব জাতির গঠিত অহংকার, শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব ও চরম নিষ্ঠুরতা যা সব সময় মানুষ হিসাবে আমাদের অন্তরে থাকে এবং যাকে বাইবেল বলে, পাপ। মাত্র তিন দিন পাপ মনুষের ওপর বিজয় লাভ করে টিকে ছিল। তিন দিন পরেই পাপহীন নির্দোষ যীশু পাপের অন্ধকারাচ্ছন্ন মৃত্যুর গুহা থেকে জীবিত হয়ে উঠে এলেন, যারা যীশুতে বিশ্বাস করেন তারা যেন এই ঘটনা বিশ্বাস করে নতুন জীবন পায়। এজন্য যিশাইয় ভাববাদী লিখেছেন, "আমাদের পাপের জন্যই তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছে; আমাদের অন্যায়ের জন্যই তাঁকে চুরমার করা হয়েছে। যে শাস্তির ফলে আমাদের শান্তি এসেছে, সেই শাস্তি তাঁকেই দেওয়া হয়েছে; তিনি যে আঘাত পেয়েছেন তার দ্বারাই আমরা সুস্ত হয়েছি" (৫ পদ)। সুতরাং পিতরের কথার মাধ্যমে যখন বিবেক বুদ্ধিহীন যিহূদারা উপলব্দি করল যে, তাঁরা ঈশ্বরের পুত্রকেই অন্যায় ভাবে মেরে ফেলেছে, তখন ঐ পঞ্চাশত্তমীর দিনে তারা পিতরের কাছে জানতে চাইল এখন তাদের কি করা উচিৎ? পিতর ব্যাখ্যা করে বোঝালেন যে, তাদের পাপ, অন্যায় তুলে নেবার জন্যই যীশু নিজেকেউৎসর্গ করেছেন, আর এখন তাদের যা করতে হবে তা হচ্ছে, প্রত্যেকে পাপের ক্ষমা পাবার জন্য পাপ থেকে মন ফিরান এবং যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করুন --- (প্রেরিত ২:৩৮)। এক কথার পরে তাৎক্ষণিক যে সাড়া পাওয়া গেল তা সত্যিই অভূতপূর্ব! প্রায় তিন হাজার যিহূদী যীশুর নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন। কিন্তু বেশ কিছু সময়ের ব্যবধানে বোঝা গেল যে, যিহূদীদের অধিকাংশ লোকই মন পরিবর্তন না করে দূরে সরে রইল। অব্রাহামের সময় থেকে যে বিশ্বাস চলে আসছে সেই বিশ্বাস তাদেরকে অন্ধ ও অহংকারী করে রাখল। কারণ অব্রাহাম তাদেরকে "ঈশ্বরের বন্ধু" হিসাবে আখ্যায়িত করায় তারা সেই বৃত্ত থেকে বের হয়ে আসতে পারল না।

ঈশ্বর কি তাঁর লোকদের পরিত্যাগ করেছেন ?

যিহূদীদের ঈশ্বরের দেওয়া মুক্তির সুসমাচার প্রত্যাখান করার পর পরই আবার ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ার ঘটনার মধ্যে দিয়ে অনেকের মনে এই চিন্তা এসেছিল যে, ঈশ্বর যিহূদী জাতির সাথে তাঁর সব পরিকল্পনা বাতিল করেছেন। পৌল রোমীয়দের কাছে চিঠি লেখার সময় প্রশ্ন করে

নিজেই তার উত্তরে বলেছিলেন, "ঈশ্বর তাঁর যে সব লোকদের আগেই বাছাই করেছিলেন তাদের অগ্রাহ্য করেননি" (২ পদ)। যদিও গোটা জাতি হিসাবে ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের কথায় সাড়া দান করেছিলেন। অর্থাৎ পঞ্চাশত্তমীর দিনে পিতরের বক্তৃতায় প্রায় তিন হাজার যিহূদী বাপ্তিস্ম নিয়ে যীশুকে গ্রহণ করেন। আর ঈশ্বরের চোখে এরাই ছিলেন আসল লোক। কারণ বহু আগেই মোশি শিক্ষা দিয়েছিলেন, ঈশ্বরের কাছে সংখ্যা কোন বিবেচনার বিষয় নয়। সংখ্যার চেয়ে গুনমান সব সময়ই গুণ্ত্বপূর্ণ। আর এই জন্যই পৌল আরও বলেন, "ঈশ্বর সেই একই ভাবে এখনও দয়া করে ইস্রায়েলীয়দের বিশেষ একটা অংশ বা অবশিষ্টাংশকে বেছে রেখেছেন" (৫ পদ)। এর ফলে বোঝা যায়, ঈশ্বরের পরিকল্পনায় কোন সমস্যাই ছিল না। এজন্য ইস্রায়েল জাতির আবার ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ার অর্থ ঐ জাতির ভাগ্যে নতুন আর একটি অধ্যায়ের সুচনা হল।

যিহূদী রাজনৈতিক দলগুলো সুসমাচার সম্পর্কে যথেষ্ট দোদুল্যমান থাকায় নাটকীয় ভাবে সুসমাচার গ্রহণ করার আহ্বান প্রসারিত হল : প্রথম বারের জন্য অনন্তকালীন ঈশ্বরের পরিত্রাণের পরিকল্পনা সম্পর্কে জেনে গ্রহণ করবার আমন্ত্রণ পরজাতিয়দের জন্য খুলে দেওয়া হল। পৌল ছিলেন পরজাতিয়দের মাঝে সুসমাচার প্রচারের ক্ষেত্রে সব থেকে গুণ্ত্বপূর্ণ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। পৌল বললেন, "ঈশ্বরের বাক্য প্রথমে আপনাদের কাছে বলা আমাদের দরকার ছিল, কিন্তু আপনারা যখন তা অগ্রাহ্য করেছেন এবং অনন্ত জীবন পাবার যোগ্য বলে নিজেদের মনে করেন না, তখন অযিহূদীদের দিকে আমরা ফিরছি"। আন্তিয়খিয়া নগরীর যিহূদীদের কাছে কথা বলার সময় তাদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ কথা বলেন (প্রেরিত ১৩:৪৬)। পরজাতিয় বলতে তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে যারা ইস্রায়েল জাতির লোক নয় এমন সব জাতির লোক। মহান প্রেরিতদের অক্লান্ত কাজের মাধ্যমে পবিত্র শাস্ত্রের বাক্য ছড়িয়ে পড়ার কারণে অপনার ও আমার মত পরজাতিয়দের এত কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার পৌছে গেছে।

আর এভাবে **আমরাও** ঈশ্বরের মনোনীত লোক হয়েছি। আমাদের প্রতিও ঈশ্বরের সেই একই প্রতিজ্ঞা প্রযোজ্য হয়েছে এবং ঈশ্বর অব্রাহাম ও তাঁর বংশধরদের যে সব আশীর্বাদের অংশীদার করেছিলেন আজকে আমরাও তা উপভোগ করছি। কারণ পৌল গালাতীয় বিশ্বাসীদের কাছে লিখছেন, "যিহূদী ও অযিহূদীদের মধ্যে দাস ও স্বাধীন লোকের মধ্যে, স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যেকোন তফাৎ নাই, কারণ খ্রীষ্ট যীশুর সংগে যুক্ত হয়ে তোমরা সবাই এক হয়েছ। তোমরা যখন খ্রীষ্টের হয়েছ তখন অব্রাহামের বংশধরও হয়েছ। আর ঈশ্বর যা দেবার প্রতিজ্ঞা অব্রাহামের কাছে করেছিলেন তোমরাও সেই সবের অধিকারী হয়েছ" (গালাতীয় ৩:২৮-২৯)। হোশেয় ভাববাদীর ভাববানীর উদ্ধৃতি দিয়ে পিতরও বলছেন, "এক সময় তোমরা ঈশ্বরের লোক ছিলে না, কিন্তু এখন হয়েছ; এক সময় তোমরা করুনা পাওনি, কিন্তু এখন পেয়েছ" (১ পিতর ২:১০)।

রোমীয় ১১ অধ্যায় পৌল ইস্রায়েল জাতিকে একটি ভালো জলপাই গাছের সাথে তুলনা করেছেন। দুঃখ জনক হলেও সত্য সেই গাছ কোনই ফল দেয়নি। ঈশ্বর রাগান্বিত হয়ে এজন্য এসব নিষ্ফল গাছের ডালগুলি কেটে ফেললেন ও তার জায়গায় বন্য জলপাই গাছের ডাল জোড়া লাগিয়ে দিলেন। আসল জলপাই গাছের মূল গোড়ার সাথে জোড়া লাগানোর ফলে বন্য জলপাইয়ের ডাল থেকে প্রচুর সুস্বাদু ফল উৎপন্ন হল। আর এভাবেই ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া না দেবার ব্যর্থতাই পরজাতিয়দের সফলতার সুযোগ এনে দেয়।

এটা একটা লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, ইস্রায়েলীয়দের মত পরজাতীয়দের ক্ষেত্রেও ঈশ্বরের আহ্বানের প্রতি সাড়া দানের সংখ্যাটি বেশ কম ব্যক্তিগত পর্যায়ে। অর্থাৎ সেই 'অবশিষ্টাংশ' বা ছোট অংশ বেছে নেবার ঈশ্বরীয় নীতিমালা এখনও যেন চলছে। আর একজন উল্যেখযোগ্য প্রেরিত যাকোব প্রথমবার পরজাতিয়দের মাঝে সুসমাচারের আহ্বান জানানোর সময় অত্যন্ত আনন্দ সহকারে কর্ণেলিয়াস ও তাঁর ঘরের লোকদের কাছে বলেছেন, "ঈশ্বর তাঁর নিজের লোক হবার জন্য অযিহূদীদের মধ্য থেকে কিছু লোক বেছে নেওয়া হয়েছে" (প্রেরিত ১৫:১৪)। তাদেরকে বেছে নেবার মূল কারণটি হচ্ছে তারা ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনুতপ্ত হয়েছে নিজেদের পাপ কাজের জন্য। আর তাদেরকে এভাবে বেছে নেবার মূল শর্ত হচ্ছে, ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও বাধ্যতা, ঠিক যেমনটি অব্রাহামের মাঝে দেখা গিয়েছে।

পরজাতিয়দেরকে মনোনীত লোক হিসাবে বেছে নেবার এই আহ্বানের সময় কাল চলছে প্রায় দীর্ঘ দুই হাজার বছরের একটু বেশি, যা যিহূদীদের আহ্বানের সময় কালের প্রায় সমান। ফলে এখন আমাদের উচিত বাইবেল পাঠ করার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে এই প্রশ্ন করা, তাঁর পরবর্তী পরিকল্পনার পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য আমি বা আমরা কি করব।

ইস্রায়েল জাতির ফিরে আসা

ইস্রায়েলের বর্তমান রাজধানী তেলআবীব বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব উল্যেখযোগ্য একটা মিউজিয়াম আছে, যার নাম বেথ হাতুপুৎসোত বা ছড়িয়ে পড়ার ঘর বা বিচ্ছুরণ গৃহ। অত্যন্ত যত্ন সহকারে অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতি আর অডিও ভিজিউয়াল সাজসরঞ্জাম দিয়ে সাজানো এই মিউজিয়াম। এই মিউজিয়ামে রক্ষিত সব কিছুর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আজকের প্রজন্মকে এই বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে বোঝানো যে, সুদীর্ঘ মরুপ্রান্তর যাত্রা ও ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অবস্থায় দিনগুলিতে তাদের পূর্বপুরুষেরা কিভাবে তাদের বিশ্বাস ও নিজস্ব সংস্কৃতি ধরে রেখেছিলেন, কিভাবে তারা অন্য জাতির লোকদের সাথে বিবাহ না করে নিজেদের ঐতিহ্য রক্ষা করেছিলেন এবং এবং কিভাবে কত ভয়ংকর কষ্ট সহ্য করে নিজেদের এই স্বপ্নের দেশে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। এই মিউজিয়ামে কালচে রং - এর বিশাল আকৃতির গোল বাটির মত অ্যাডিটরিয়াম, আলোর রশ্মির আভা তরঙ্গায়িত ছাদ-- দেয়ালের এমন ভাবে ফেলা হয়েছে, যেখানে দর্শক–শ্রোতারা গোটা বিশ্বের মানচিত্র ফুটে উঠেছে, এরই মধ্যে ছোট সব উজ্বল

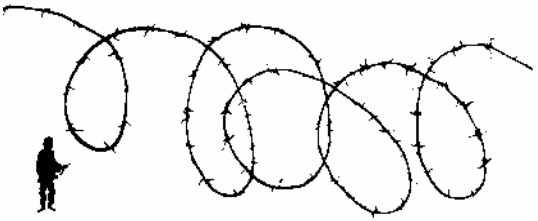

আলোর নক্ষত্র – এই সব নক্ষত্র সেই জাতির প্রতিনিধিত্ব করছে যেসব জাতির মধ্যে তারা ছিন্নভিন্ন পরেছিল, সেই সব দেশ–জাতি গুলি হচ্ছ। আসিরিয়া, বাবিল, রোমসহ আর অনেক। প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীর প্রায় সব বড় দেশেই যিহূদীরা কিছুদিন করে হলেও থেকেছে। অ্যাডিটরিয়ামের দেয়াল চিত্রে শতাব্দীগুলি পার হবার সাথে সাথে নির্যাতনের কারণে এক দেশ থেকে অন্যদেশে যিহূদীদের চলে যাবার নিদর্শন স্বরূপ তারাগুলিও ভয়ংকর ভাবে সরে সরে যায়। যেমন ফ্রান্স, জার্মানী, স্পেন, পোল্যান্ড গ্রেট বৃটেন ইত্যাদি দেশস্বরূপ তারাগুলি কিছু সময় ধরে নির্যাতন করার চিহ্ন হিসাবে কিছু সময় ধরে আলো- শব্দের বীভৎস রূপ সৃষ্টি করে আস্তে আস্তে মরে যায়। আবার কিছু সময় আলো নীভে গিয়ে শুধুই অন্ধকারের মাঝে করুন শব্দ অর্থাৎ যেন সমস্ত যিহূদী সম্প্রদায় আশাহীন বিস্মৃতির মধ্যে রয়েছে। তারপর এক সময় উজ্বল আলোর ঝলকানিতে চারদিক উদ্ভাসিত এর সংগে আনন্দময় শব্দের মুর্চ্ছনা, অর্থাৎ ইস্রায়েল জাতি অবশেষে (বিংশ শতাব্দীতে) স্বপ্নের সেই নিজ দেশে ফিরে আসতে পারলো।

বেথ হাতুপুৎসোত মিউজিয়ামের সবগুলো গ্যালারী নির্দিষ্ট সব দেশগুলিতে যিহূদী সম্প্রদায়গুলোর সময়ানুক্রমিক করন অবস্থাচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পিকিং নগরীতে প্যাগোডা আকৃতির যিহূদী সমাজ গৃহ (সিনাগগ)এর মডেল, ইউক্রেন নগরীতে বিবাহ সম্বন্ধীয় সংস্কার সুচক অবস্থা দৃশ্য, ইনইকুজিশনে একজন জেসুইট পুরোহিতের কাছে একজন যিহূদী রব্বি বা গুরু তার জীবন ভিক্ষা চাইলেন, তার দৃশ্য এবং এসব দৃশ্য চিত্র সবই চলমান অবস্থায় ঘুরছে, আর আগুনের লেলিহান শিখায় যিহূদীদের পবিত্র বানীগুলি বার বার শব্দে উঠে আসছে। এর পর সবশেষে জামার্নীতে মহা নির্যাতনের সময় যে সব যিহূদী আত্ন -উৎসর্গ করেছিলেন তাদের বিভিন্ন আর্তি আলো -শব্দের মাঝে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

সময়ানুক্রমিক অবস্থাগুলির ধাপ ও আবেগ অনুভুতির প্রকাশ এক সময় শেষ হয়ে আসছে, যেহেতু যিহূদী জাতির বিভিন্ন অবস্থায় পথ চলা শেষে এই প্রদর্শনীতে একসময় দ্রুত নিজ দেশে ফিরে আসবার আনন্দঘন শেষ দৃশ্য ধারণ করা হয়েছে। এসব প্রতিটি ধারাবাহিক ঘটনার বিরণীতে অক্লান্ত মেধা শ্রম সাধনার স্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা যায়। রাশিয়ার সম্রাট সীজার এর অধীনে ওয়েজম্যান এর লেখা বিবরণ অনুসারে চিত্রায়িত প্রথম যিহূদী জাতির নিজস্ব বা জাতীয় আবাস-স্থল নির্মাণের চিন্তা ধারা। দ্যা যিউস ষ্টেট শিরোনামে হারজেলস এর লেখা বই যা প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং ঐ একই লেখকের লেখা "জিয়নিষ্ট কংগ্রেস" শীর্ষক বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। এরপর পরই ধারাবাহিকভাবে ধীরে ধীরে তুর্কী সম্রাটের অধীনে প্যালেষ্টাইন দেশে বসতি স্থাপনের আদি কর্মকান্ডের অক্লান্ত শ্রম সাধনার চিত্র প্রকাশ করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটিশদের রাজনৈতিক সমর্থন আরও বেশি বেশি করে যিহূদীদের দেশে ফিরে আসতে সাহায্য করে। চুড়ান্ত ভাবে স্বৈরাচারী হিটলারের নির্মম দমন- নির্যাতনের করুন যন্ত্রনা ইউরোপে যিহূদীদেও প্রতি নিয়ে আসে এক অসহনীয় চাপ এবং এসব ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতার ফলস্বরূপ অনেকটা পরিকল্পনাহীন ভাবেই অবশেষে এই রাজ্যটি নারী ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক ইস্রায়েল রাষ্ট্র গঠনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। নির্যাতনের সময় যিহূদী জাতির পরিচয় বহন করে।

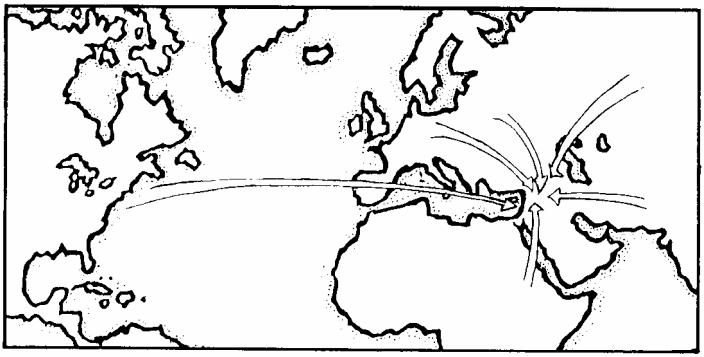

ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়া দেশগুলি থেকে যিহূদীদের ফিরে আসা

আমরা যত দূর জানি এই মহা আনন্দের দিনটির পর থেকে ইস্রায়েল নামের এই অতি ক্ষুদ্র দেশটি বিশ্ব সংবাদ পত্রগুলির খবর হয়ে আসেনি এমন কোন দিন নেই। দেশটি যুক্তরাজ্যের ওয়েলস রাজ্য থেকে বড় হবে না, যার জন সংখ্যা লন্ডন মহা নগরীর জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশের সমান, অথচ বর্তমান বিশ্বের চলমান ঘটনাবলীর শীর্ষে অবস্থান করছে সব সময়। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সুয়েজ খাল নিয়ে সংঘাত, ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে ইত্তম কিপুর যুদ্ধ, ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে লেবাননের ধ্বংস যজ্ঞ। ইস্রায়েলীয়দের এই ধৈর্য্য-- বীর্য আর সাহসকে আপনি ঘৃনা করেন অথবা সম্মান করেন, এ কথা সত্য যে ইস্রায়েলীয়দের মাঝে এক অভূতপূর্ব জাতীয় জাগরণী শক্তি দেখা দিয়েছে যা ইতিহাসের সমস্ত নিয়ম কাননুকে যেন চ্যালেন্স করছে। এর আগে ইতিহাসে যখনই এভাবে একটি জাতি এত নিয়মতান্ত্রিক ভাবে তার নিজ দেশ থেকে বিতারিত হয়নি, যারা সুদীর্ঘ ২৫ শতবর্ষ জোড়া বিহীন অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে স্থানে দিন কাটিয়েও বেঁচে থেকেছে এবং অবশেষে আবার তাদের পূর্ব পুরুষদের সেই আদি বাসভূমিতে এত গৌরবের সাথে ফিরে এসেছে।

ইস্রায়েল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় প্রতীক - জলপাই শাখা দ্বয়ের মাঝে সপ্ত প্রদীপ

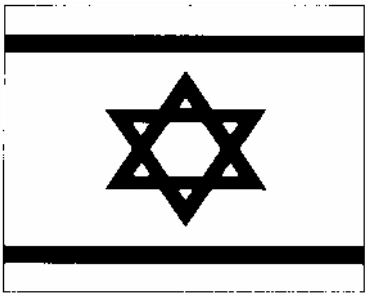

ইসরাইল রাষ্ট্রের পতাকা

এ সব প্রতীক বা চিহ্নগুলোর অর্থ কি, অবশ্যই যে বিষয়ে আমাদের প্রশ্ন থাকা উচিত? সমস্ত ঘটনাবলী কি প্রমান করে না যে, ঈশ্বরের মনোনীত জাতি ইস্রায়েল এই পৃথিবীতে গৌরবের সাথে বেঁচে থাকবে, যখন পৃথিবীর বহু জাতি সময়ের অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছে এটা কি কোন যুগপৎ ঘটনা নয়? বাইবেল থেকেই এই প্রশ্নের অবাক করা এক উত্তর পাওয়া যায়। অসংখ্য আশীর্বাদ ও অভিশাপ শাস্তির পথ পরিক্রমায় শেষ পর্যায়ে এসে দ্বিতীয় বিবরণী পুস্তকে আমরা দেখতে পাই সেই অমর বানী, যা মোশি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাষায় লিখেছেন "আমি তোমাদের সামনে যে আশীর্বাদ ও অভিশাপ তুলে ধরলাম তা সবই তোমাদের উপরে আসবে। তারপর তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যে সব জাতির মধ্যে তোমাদের ছড়িয়ে দেবেন তাদের মধ্যে বাস করবার সময় যখন তোমরা ও তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে ফিরে আসবে এবং আজ আমি তোমাদের যে সব আদেশ দিচ্ছি তা পালন করে মনে প্রাণে তাঁর ইচ্ছা মত চলবে, তখন সদাপ্রভু বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে তোমাদের ফিরিয়ে আনবেন। তিনি তোমাদের প্রতি করুনা করবেন, এবং যে সব জাতিদের মধ্যে তোমাদের ছড়িয়ে দেবেন তাদের মধ্যে থেকে তিনি আবার তোমাদের কুড়িয়ে আনবেন। আকাশের শেষ সীমানায়ও যদি তোমাদের ফেলে দেওয়া হয় সেখান থেকেও তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু কুড়িয়ে আনবেন। তোমাদের পূর্ব পুরুষদের দেশেই তিনি তোমাদের ফিরিয়ে আনবেন আর তোমরা তা আবার দখল করবে। তিনি তোমাদের অনেক মংগল করবেন এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদের চেয়েও তোমাদের লোকসংখ্যা বাড়িয়ে দেবেন" (দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:১-৫)।

ইস্রায়েল জাতির নিজ দেশে ফিরে আসার ঘটনা বিস্ময় ইতিহাসে কখনই কোন দুর্ঘটনা ছিল না। প্রেমময় ক্ষমাশীল ঈশ্বরের এটা ছিল একটা মুক্তিদায়ী কাজ।

যিরমিয় ভাববাদী খুব পরিষ্কার ভাষায় বিষয়টি তুলে ধরেছেন "আমি তোমাদের সংগে সংগে আছি এবং আমি তোমাকে উদ্ধার করব। যে সব জাতির মধ্যে আমি তোমাদের ছড়িয়ে রেখেছিলাম আমি তাদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করব, কিন্তু তোমাদের আমি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করব না" (৩০:১১)। ঈশ্বরের বাক্য কত না সত্য। আসিরিয় বাবিলনী ও রোমীয় জাতি যারা যিহূদী জাতিকে অত্যাচার করে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে তাদের অস্তিত্ব আজ বিলীন প্রায়, কিন্তু যিহূদীরা এখনও বেঁচে আছে। যিরমিয়ের মাধ্যমে ঈশ্বর বলছেন, "অশেষ ভালোবাসা দিয়ে আমি তোমাদের ভালোবেসেছি, অটল ভালবাসা দিয়ে আমি তোমাদের কাছে টেনেছি" (৩১:৩)।

সংযুক্ত যিরূশালেম নগরীর প্রতীক

অথবা যিহিষ্কেলের মাধ্যমে ঈশ্বর বলছেন, "আমি জাতিদের মধ্যে থেকে আমি তোমাদের বের করে আনব, সমস্ত দেশ থেকে আমি তোমাদের জড়ো করে তোমাদের নিজেদের দেশে ফিরিয়ে আনব। আমি তোমাদের উপরে পরিষ্কার জল ছিটিয়ে দেব, আর তাতে তোমরা শুচি হবে --- আমি তোমাদের ভিতরে নতুন অন্তর ও নতুন মন দেব।--- লোকে যাওয়া আসা করবার সময় যে দেশটাকে ধ্বংস হয়ে পড়ে থাকতে দেখত সেই দেশে চাষের কাজ চলবে" (৩৬:২৪-২৬,৩৪ পদ)।

এভাবে আমরা আরও অনেক পুরাতন ভাববানী দেখতে পারি যেগুলির সবই বর্ণনা করে আজকে আমরা ইস্রায়েলকে তার নিজ দেশে ফিরে আসার পর কিভাবে দেখব। ফলে এবিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকে না যে এসবই ঈশ্বরের নিজস্ব কাজ।

এবার নিজের কাছেই প্রশ্ন করুন : কেন ঈশ্বর যিহূদী জাতিকে তাদের সেই প্রাচীন বাসভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন ? আসলে তিনি তাদেরকে কোথায় নিয়ে যেতে চান ? এই প্রশ্নগুলির সত্যিই বড় নাটকীয় মনে হতে পারে সবার কাছে, তা হচ্ছে--- ঈশ্বরের রাজ্য এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। এবিষয়টি ভালো করে বোঝার জন্য আসুন আমরা আবার গাব্রিয়েল স্বর্গদূতের সেই অমর কথাগুলো শুনি, যেগুরি মরিয়মের কাছে স্বর্গদূত বলেছিলেন, "তিনি মহান হবেন, তাঁকে মহান ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে। প্রভু ঈশ্বর তাঁর পূর্বপুরুষ রাজা দায়ূদের সিংহাসন তাঁকে দেবেন। তিনি যাকোবের বংশের লোকদের উপর চিরকাল ধরে রাজত্ব করবেন। তাঁর রাজত্ব কখনই শেষ হবে না" (লূক ১:৩২-৩৩)। কিন্তু যীশু যখন এই পৃথিবীতে এলেন তখন কি তিনি যিহূদীদের উপর রাজত্ব করেছিলেন ? স্পষ্ট উত্তর "না"। ঐ সময় যিহূদী জাতির উপর কৈসর (রোম সম্রাট) ছাড়া কোন রাজা ছিল। তারা সকলেই যীশুকে প্রত্যাখান করেন এবং তাঁকে ক্রুশে দিয়ে মেরে ফেলেন।

কিন্তু যীশু মৃত্যুকে জয় করে উঠে এক অমর জীবন লাভ করেন। কারণ একজন রাজা যিনি চিরস্থায়ী ভাবে রাজত্ব করবেন তকিে অবশ্যই এক অমরণশীল জীবন লাভ করতে হবে। স্বর্গদূত গাব্রিয়েল যে ভাববানী করেছিলেন তার জন্য প্রয়োজন একজন অমর যীশু খ্রীষ্টের, যিনি রাজা দায়ূদের সিংহাসনে রাজা হিসাবে বসার জন্য যিরূশালেমে ফিরে আসবেন এবং সেই দেশ চিরস্থায়ী ভাবে শাসন করবেন যা যিহূদী জনগণের। একশ বছর আগে এটা সম্ভব হত না। কিন্তু আজকে আমরা দেখি সেই ইস্রায়েল দেশটিতে প্রায় ৬ লক্ষাধিক যিহূদী বসবাস করছে (এছাড়াও সেখানে আরও কিছু জাতিগত অধিবাসী রয়েছে) আবার সেই যিরূশালেম ইস্রায়েল দেশের রাজধানী। লক্ষ্য করুন যীশু নিজে তাঁর শিষ্যদের কাছে এবিষয়ে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন: "আমার পিতা যেমন আমাকে শাসন ক্ষমতা দান করেছেন, তেমনি আমিও তোমাদের ক্ষমতা দান করছি। এতে আমার রাজ্যে তোমরা আমার সংগে খাওয়া -- দাওয়া করবে এবং সিংহাসনে বসে ইস্রায়েলের বারোটি গোষ্ঠীর বিচার করবে" (লূক ২২:২৯-৩০)।

এই সহজ--- সরল ও খুব পরিষ্কার আশীর্বাদটি পাবেন যীশুর শিষ্য পিতর, যাকোব, যোহন ও তাদের অনুসারীরা। তারা সকলে অবশ্যই মৃত অবস্থা থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন, কারণ এদের কেউই যীশুর জীবিত থাকা অবস্থায় এ পৃথিবীতিতে ইস্রায়েলের উপর রাজত্ব করেননি। তারা যাতে ইস্রায়েলের উপর রাজত্ব করতে পারেন সেজন্য অবশ্যই অনুকুল অবস্থা আজ সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য অবশ্যই আজ ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পুরন হওয়া সম্ভব। ইস্রায়েল জাতি আজও জীবিত, এবং ঈশ্বর তাদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে নিয়ে এসেছেন নিজ দেশে। এসবের একটি উদ্দেশ্য যেন ইস্রায়েলের মাধ্যমে এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

এব্যাপারে বিন্দুমাত্র কোন সন্দেহ নাই যে, যীশু স্বর্গ থেকে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবেন এবং সেই সুসময়টি ফিরে আসবে যখন প্রেরিতদের মত, সকল খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরাও পুরস্কৃত হবেন, যারা যীশুকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন। এই বিষয়টি যীশু অত্যন্ত সহজ - সরল ভাবে 'মহান ব্যক্তির' দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বলেছেন, যিনি রাজপদ পাবার জন্য দূরদেশে যান এবং আবার ফিরে আসেন (লূক ১৯:১১-২৭)। দূরদেশে থাকাকালীন সময়ে তার ব্যবসা -বানিজ্য দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে যান তারই দশজন দাসকে। আশ্চর্য্যজনক হলেও সত্য, সেই দেশের লোকেরা তার কাছে একটি সংবাদ পাঠায় যে "তারা রাজা হিসাবে তাঁকে চায় না"। যীশু নিজেই এই দৃষ্টান্তটি বলেন। লেখক লূক লিখেছেন, "যীশু তখন যেখানে ছিলেন সেখান থেকে যিরূশালেম বেশী দূর ছিল না, আর যারা তাঁর কথা শুনছিল তারা ভাবছিল ঈশ্বেরের রাজ্য শীঘ্রই প্রকাশ পারে" (১১ পদ)। আসলে যিরূশালেমে নগরী দায়ূদের সিহাসনের স্থান। যীশুর শিষ্যরা বিশ্বাস করতে, যীশুই রাজা এবং তারা এই চিন্তা করতেন যে, যীশু এই যিরূশালেম নগরীতে এখনই তাঁর রাজত্ব স্থাপন করবেন। কিন্তু সময় তখনত্ত পূর্ণ হয়নি। এই পৃথিবীতে প্রথমে তাঁকে সমস্ত মানুষের পাপের জন্য কঠিন দুঃখভোগ স্বীকার করতে হবে, এরপর তিনি মৃত্যুকে জয়

করে জীবিত হয়ে উঠবেন এবং সুদীর্ঘ উনিশ শত বছর ধরে ঈশ্বরের ডান পাশে বসার জন্য স্বর্গে চলে গেলেন। অথচ যিহূদীরা এই সময় তাঁকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করল, যেমনটি তিনি দৃষ্টান্তে বলছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করুন বেশ করুন ভাবে দৃষ্টান্তটি শেষ হয়েছে। সেই মহান ব্যক্তি বা (যীশু) ফিরে এসে ঠিকই তাঁর সিংহাসনে বসেন। এরপর তিনি তার দাসদের সমস্ত কাজের ভালো মন্দের বিচার করেন, যারা বিস্বস্তভাবে কাজ করে তার ব্যবসার উন্নতি করেছে, তার প্রতি সব সময় অনুগত থেকেছে তাদেরকে আরও বড় পুরুষ্কারে ভূষিত করেন --- কাউকে ১০টি নগরের, কাউকে ৫টি নগরের উপর রাজত্ব করবার দায়িত্ব দেন। একই সময়ে যারা তাঁকে গ্রহণ করেননি, বা তাঁর কাজের বিরোধিতা করেছেন, তাঁর সেই সব শত্রুদের তিনি হত্যা করবেন। হ্যাঁ সেই মহান ব্যক্তি ফিরে আসবার সময় খুবই কাছে এসে গেছে। এজন্য আমাদের অবশ্যই উচিত সেই বিচার দিনের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

সামনের দিকে তাকানো

এ পর্যন্ত আমরা ধারা বাহিক ভাবে ঈশ্বরের পরিকল্পনা বিংশ শতাব্দীর শেষ সময় পর্যন্ত পর্যালোচনা করেছি। বাইবেল কি আমাদেরকে এই অনুমতি দেয় যেন আমরা আজকের এই বিশ্বের সমস্ত বাস্তবতার স্থলে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য প্রস্তুতী স্বরূপ যে সব ঘটনা সামনে ঘটবে সেই সব ঘটনার পর্দা উঠিয়ে সেগুলি সেগুলি একে একে দেখি? অত্যন্ত নির্ভওযোগ্য উত্তরটি হবে 'হ্যাঁ'। তবে এর একটা সমস্যাও আছে তা হচ্ছে অনেক ভাববানী আছে যেগুলি একই সময়ে এসাথে প্রযোজ্য হতে পারে। এটা অনেকটা বিশাল বড় একটা চিত্রের খন্ড খন্ড অংশগুলি (জিগশো পাজেল) এলো মেলো ভাবে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে, যার পূর্ণাঙ্গ বা চাড়ান্ত চিত্রটির রূপ রেখা দেওয়া আছে কিন্তু প্রতিটি ছোট ছোট খন্ডকে তার নির্দিষ্ট স্থান অনুসারে এখনও সঠিক ভাবে বসানো হয়নি।

প্রথমতঃ এটা খুবই পরিষ্কার যে, যিহূদারা যীশুকে তাদের রাজা হিসাবে পাবার আগে অবশ্যই তাদের মাঝে আত্বিক জাগরণ সৃষ্টি হবে। যিহূদী জাতির জন্য এটা একটা খুবই দুঃখ জনক বাস্ত বতা যে, সুদীর্ঘকাল ধরে তাদের প্রতি শত অত্যাচার নির্যাতন হওয়া তাদের ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ার কঠিন বাস্তবতায়ও তারা ঈশ্বরের কাছে পরিপূর্ণভাবে ফিরে আসেনি, তাদের বেশির ভাগই বার বার ঈশ্বরকে প্রত্যাখান করেছে। কিন্তু এই শেষ সময় তারা ফিরে আসবে। তাঁরা প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের জাতি হবার আগে অবশ্যই তাদের সম্পূর্ণ অন্তর পরিবর্তিত হতে হবে। যিহিষ্কেল ভাববাদীর লেখা থেকে এবিষয়ে অত্যন্ত সুন্দর একটি শাস্ত্রাংশ দেখতে পাই, যেখানে তাদের মন পরিবর্তন সম্পর্কে বলা হয়েছে, "আমি তোমাদের উপর পরিষ্কার জল ছিটিয়ে দেব, আর তাতে তোমরা শুচি হবে; তোমাদের সমস্ত নোংরামি ও প্রতিমা থেকে আমি তোমাদের শুচি করব" (যিহিষ্কেল ৩৬:২৫)। মালাখী ভাববাদী লিখেছেন, এলিয় ভাববাদীকে পাঠানো হবে, ঠিক যেমনটি যীশু আসবার আগে তার পথ প্রস্তুত করবার জন্য যোহন বাপ্তাইজককে পাঠানো,

তেমনি ইস্রায়েলের মহৎ ও ভয়ংকর দিন আসবার আগে তাকে তাদের মন প্রস্তুত করার জন্য পাঠানো হবে (মালাখী ৪:৫,৬)।

কোন সন্দেহ নেই ঠিক প্রথম শতাব্দীতে তাদের মাত্র অল্প কয়েকজন যেভাবে সাড়া দিয়েছিল, তেমনি এবারও সংখ্যালঘু কয়েকজনই এগিয়ে আসবে। সত্যি সত্যিই সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "দেখ সেই দিনটি আসছে, তা চুলীর আগুনের মত জ্বলবে। সেই দিন সমস্ত গর্বিত লোক ও অন্যায়কারীরা নাড়ার মত হবে ও পুড়ে যাবে ---" (মালাখী ৪:১) যে সব যিহূদী মন পরিবর্তন না করে মন কঠিন করে রাখবে তাদের কারণেই চরম বিপর্যয় নেমে আসবে, তাদরে বিরুদ্ধে সমস্ত জাতি সংগঠিত হবে, সকলে এক হয়ে তাদেরকে আক্রমন করবে, সব কিছু ধ্বংস করে ফেলবে, ইস্রায়েল জাতির সর্বাপেক্ষা মুল্যবান মুকুট যিরূশালেম নগরী দখল করে নেবে তারা। বেশ কতকগুলো শাস্ত্রাংশ থেকে এই ঘটনার সত্যতা যাচাই করা যায়। "যেমন যিরূশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য সদাপ্রভু সমস্ত জাতিকে জড়ো করবেন। শহর দখল করা হবে, ঘর-- বাড়ী লুটপাট করা হবে" (সখরিয় ১৪:২)। যোয়েল ভাববাদী বলছেন, "তখন আমি সব জাতিদের জড়ো করব এবং যিহোশাফটের উপত্যকায় তাদের নামিয়ে আনব" (৩:২)। যিহিষ্কেল ভাববাদীর মাধ্যমে বলা হচ্ছে, "কাজেই হে মানুষের সন্তান, তুমি গোগকে যার সাথে মেশখ ও তূবল দেশের (রাশিয়া দেশের প্রাচীন নাম) যুবরাজদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। এই ভষ্যিতবানী হল যে, প্রভু সদাপ্রভু বলছেন, সেই দিন যখন আমার লোক ইস্রায়েল নিরাপদে বাস করবে তখন তুমি কি তা খেয়াল করবে না? উত্তর দিকের শেষ সীমায় তোমার জায়গা থেকে তুমি ও তোমার সংগের অনেক জাতির লোকেরা ঘোড়ায় চড়ে একটা বিরাট দল --- দেশটা মেঘের মত করে ঢেকে ফেলবার জন্য তুমি আমার লোক ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসবে। হে গোগ, শেষকালে আমি আমার দেশের বিরুদ্ধে তোমাকে আনব। তখন আমি জাতিদের চোখের সামনে তোমার মধ্যে দিয়ে নিজেকে পবিত্র বলে দেখাবো যাতে তারা আমাকে জানতে পারে" (যিহিষ্কেল ৩৮:১৪-১৬)। তবে এই ধ্বংসলীলা শুধু মাত্র ইস্রায়েলের বিরূদ্ধে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের নিজের ও তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে। আবার গীতসংহিতা ২য় অধ্যায়ে দায়ূদ বলেছেন, "সদাপ্রভু ও তাঁর মশীহের বিরুদ্ধে পৃথিবীর রাজারা এক সংগে দাড়াচেছ, আর শাসন কর্তারা করছে গোপন বৈঠক। তারা বলছে, 'এস আমরা ভেংগে ফেলি ওদের শিকল, ছিড়ে ফেলি ওদের বাঁধন আমাদের উপর থেকে" (গীত ২:২-৩)।

এসময়টি ইস্রায়েলেরস জন্য সত্যিই বড় কঠিন অন্ধকারময় হবে- তাদের সবগুলো শহর দখল করা হবে, বন্দি করে সবাইকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং অসংখ্য মানুষকে হত্যা করা হবে। কিন্তু এর পরিণতি আমরা জানি কতটা পরিষ্কার। এটা সেই চরম দুর্ভোগের দুসময়, যখন স্বয়ং সাধারণ নিয়ম বিরুদ্ধ, তবে অবশ্যই ভয়ংকর ভাবে কার্যকরী। প্রলয়কারী এক ভূমিকম্প সমস্ত দেশকে লন্ড ভন্ড করে দেয়। মাউন্ট অলিভ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং অস্বাভাবিক এক

বিশাল আগুন সমস্ত দেশের সবুজ গাছপালা ও ফসল পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। --- সেই নিষ্ঠুর দলগুলো হবে উড়ন্ত তুষের মত। হঠাৎ এক মুহূর্তে সর্ব ক্ষমতার অধিকারী সদাপ্রভু মেঘের গর্জন, ভূমিকম্প, ভীষন শব্দ, ঘূর্ণিবাতাস, তুফান ও গ্রাসকারী আগুনের শিখা দিয়ে তাদের শাস্তি দেবেন। --- আর তাকে বিপদে ফেলছে তারা হবে স্বপ্নের মত আর রাতের বেলা দর্শনের মত (যিশাইয় ২৯:৬,৭)। যিহিষ্কেল ভাববাদী বলেন, সমস্ত লাশ কবরস্থ করতে সময় লেগে যাবে প্রায় সাত মাস (যিহিষ্কেল ৩৯:১১-১৬)।

যিহূদী জাতির কর্মের প্রতিফল ছিল সত্যিই স্বাসরুদ্ধকর। যিহূদীদেরকে অনেকটা জোড় করে বাধ্য করানো হয়েছে এটা দেখতে যে, তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে কতটা দূরে সরে গিয়েছে, কতটুকুই বা ফিরে এসেছে এবং ঈশ্বরের সাথে তাদের পুনর্মিলিত ও ক্ষমা লাভের শান্তি। স্বর্গের নীচে অবস্থিত সমস্ত জাতিগুলির মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দুটি উলেখযোগ্য ধারা ঈশ্বরের মশীহের কাছে ফিরে আসছে যদিও এই ফিরে আসার মধ্যেও রয়েছে তাদের ব্যাপক পিছুটান লক্ষ্য করা যায়। সখরিয় নবী লিখেছেন, "আর আমি জাতিগণের মধ্যে তাহাদিগকে বপন করিব, তাহারা নানা দূর দেশে আমাকে স্মরণ করিবে; আর তাহারা আপন আপন সন্তান গণ সহ জীবিত থাকিবে ও ফিরিয়া আসিবে। আমি তাহাদিগকে মিশর দেশ থেকে ফিরিয়ে আনব, --- আর তাদের স্থানের অকুলান হবে" (১০১:৯-১০)। নবী যিশাইয় লিখেছেন, "আর তিনি জাতিদের জন্য এক পতাকা উত্তোলন করবেন, ইস্রায়েলের যত লোককে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে একত্রিত করবেন, ও পৃথিবীর চারকোণ থেকে যিহূদার ছিন্ন ভিন্ন লোকদের সংগ্রহ করবেন" (১১:১২)।

তাদের আসল প্রান্তর যাত্রায় ইস্রায়েল জাতি অভিযোগকারী বিদ্রোহীদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত হয় এবং যারা বিশ্বস্থ ভাবে প্রান্তর যাত্রা শেষ করেছে তারা উত্তর দিকের রাজাদের ধ্বংসাত্মক ঘটনাবলীর পরও বেঁচে যায় সেই ভাইবোনদের সাথে একত্রিত হন। তবে এখানে স্পষ্ট ভাবে একটা বিষয় বোঝা যায় যে, তাদের মধ্যে অনুতপ্ত লোকেরা সেই ঐশরাজ্যের কেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গ হিসাবে প্রকাশিত হবেন, যে রাজ্যে পরাক্রমশালী শাসনকর্তা হবেন স্বয়ং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট। যে কারণে নবী যিরমিয় বলছেন, "সেই সময়ে যিরূশালেম সদাপ্রভুর সিংহাসন বলিয়া আখ্যাত হইবে, এবং সমস্ত জাতি তাহার নিকটে, সদাপ্রভুর নামের কাছে, যিরূশালেমে একত্রীকৃত হইবে; তাহারা আর আপন আপন দুষ্ট হৃদয়ের কঠিনতা অনুসারে চলিবে না" (যিরমিয় ৩:১৭)। আবার "আর তুমি সত্যে, ন্যায়ে ও ধার্মিকতায় জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য বলিয়া শপথ করিবে, আর জাতিরা তার মধ্যে দিয়ে আশীর্বাদ পাবে, তারই --- কারণ সদাপ্রভু যিহূদার ও যিরূশালেমের লোকদেরকে এই কথা বলেন, তোমরা আপনাদের পতিত ভূমি চাষ কর, কন্টকবনের মধ্যে বীজ বপন করিও না" (মীখা ৪:২,৩)। যিশাইয় ভাববাদী বলছেন, "কানে শুনেই তিনি বিচার করিবেন না; কিন্তু ধর্মশীলতায় দীনহীনদের বিচার করিবেন; সরল ভাবে তিনি পৃথিবীর নম্রদের সমস্যার সমাধান করিবেন। তিনি আপন মুখে নিঃশ্বাসের শাস্তিতে

দুষ্টদের হত্যা করবেন --- কারণ সমুদ্র যেমন জলে ভরপুর, তেমনি পৃথিবী সদাপ্রভু বিষয়ক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হবে" (১১:৪,৯)।

অবশেষে ঈশ্বরের পরিকল্পনা তার চুড়ান্ত বাস্তবায়নের রূপ গ্রহণ করল। হাজার হাজার বছরের মহা প্রস্তুতির পর ঈশ্বরের রাজ্যের লোকদের সবাইকে একত্রিত করা হল। সব যুগের সকল নেতানেত্রী ও রাজারা তাঁর বিস্বস্থ শিষ্য হয়ে উঠেছে। তাদের সেই মহান রাজার সংগে রাজত্ব করবার জন্য সকলের সাথে এমন কি মৃত প্রেরিতরাও স্বশরীরে জীবিত হয়ে উঠেছে। এই রাজত্বের প্রধান অংশটি হচ্ছে পুন:প্রতিষ্ঠিত ইস্রায়েল জাতি ও সেই সব জাতি যারা ঈশ্বরের এই আনন্দের সহভাগী হবে। অবশেষে এখন সেই কারণটি কি যে ঈশ্বর এমন একটি ছোট দেশকে সুন্দর সমতল ভূমিকেই বেছে নিলেন সমস্ত দেশ মহাদেশগুলির নাভিকেন্দ্র হিসাবে ? খ্রীষ্টের রাজত্ব শাসনের কেন্দ্রস্থল হিসাবে ? এখন অব্রাহামের কাছে তার অসংখ্য বংশধরদের সম্পর্কে যে প্রতীজ্ঞা করা হয়েছিল তা পরিপূর্ণ করা হল --- এত দীর্ঘদিন আগে এই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল কিন্তু অব্রাহামের ঈশ্বর কখনই তা ভুলে যাননি।

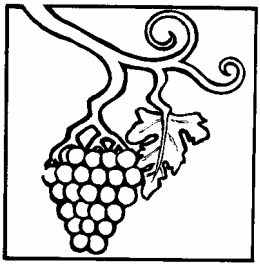

প্রভু যীশু যেভাবে সারা বিশ্বের শোষিত --- বঞ্চিত মানুষের মুক্তির জন্য কাজ করেছেন ও বিশ্বের সকল মানুষদের একে অন্যকে ভালোবাসার কথা বলেছেন, তার দ্বারাই ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার একটি বিশেষ আশীর্বাদে পৃথিবী পরিপূর্ণ হয়েছে। ক্ষুধার্তদের ক্ষুধা নিবারনের জন্য সমস্ত মরুভূমিকে সকলের ক্ষেতে ও ফলের বাগানে পরিণত করা হল। এজন্য গীতসংহিতায় গীতকারক লিখেছেন, "দেশে প্রচুর শস্যের ফলন হোক, তা পাহাড়গুলোর চুড়ার উপরেও হোক। ক্ষেতের ফসলে লেবাননের বনের শন্ শন্ শব্দ উঠুক ----" (গীত ৭২:১৬)। হ্যাঁ এভাবেই পাহড়ের উপরেও অবহেলিত অনুর্বর ও লোভী শোষিত--- বঞ্চিত মানুষদের জন্যও দয়ালু ঈশ্বর অফুরন্ত খাবার ফসল দান করবেন। আবার যিশাইয় নবী বলছেন, "--- আমার লোকদের আয়ু একটা গাছের আয়ুর সমান হবে; আমার বাছাই করা লোকেরা অনেক দিন ধরে তাদের হাতের কাজের ফল ভোগ করব" (যিশাইয় ৬৫:২২)।

এমন একটা বাস্তব চিত্রের দিকে তাকানো কতনা গৌরবময় আনন্দের যেখানে বিশ্বের সকলেই এক সাথে সব কিছু সহভাগ করে নিতে পারে। যেখানে আজকের এই সীমাহীন যুদ্ধ--সংঘর্ষ বা সন্ত্রাস নেই, কোন রকম রোগ-শোক, দুঃখ-ব্যথা আর যন্ত্রণা নেই, যিশাইয় বলছেন, "তোমার চোখ রাজাকে তাঁর জাকজমকের মধ্যে দেখতে পাবে----তোমার চোখ দেখবে যিরূশালেমকে, একটা শান্তিপূর্ণ বাসস্থানকে" (যিশাইয় ৩৩:১৭,২০)। আর সদাপ্রভুর মুক্ত করা লোকেরাই ফিরে আসবে। তারা আনন্দে গান গাইতে সিয়োনে ঢুকবে; তাদের মাথার মুকুট হবে চিরস্থায়ী আনন্দ। তারা খুশী ও আনন্দে পূর্ণ হবে। আর দুঃখ ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস দূরে পালিয়ে যাবে" (৩৫:১০) আবার প্রকাশিত বাক্যে যোহন লিখছেন, বরং "তারা ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের পুরোহিত বছর

খ্রীষ্টের সংগে রাজত্ব করবে" (প্রকাশিত বাক্য ২০:৬)। হ্যাঁ ঐসময়ে হবে এবং সেই হাজার যীশু ও তাঁর মাধ্যমে জীবিত হয়ে ওঠা সব ধন্য ব্যক্তিরা হাজার বছর পৃথিবী শাসন করবেন। পৌল বলছেন, "ঈশ্বর যে পর্যন্ত না খ্রীষ্টের সমস্ত শত্রুকে তাঁর পায়ের তলায় রাখেন সেই পর্যন্ত খ্রীষ্টকে রাজত্ব করতে হবে। শেষ শত্রু যে মৃত্যু, তাকেও ধ্বংস করা হবে" (১ করি ১৫:২৫-২৬)। এই সময়ে সমস্ত রোগ ব্যাধি ও দুর্ভিক্ষের মত খাদ্যাভাব অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত থাকবে এবং মানুষের বেঁচে থাকবার সময় বা বয়স হবে অনেক দীর্ঘ, এবং মানুষের মন হতে সমস্ত পাপের শেকড় সম্পূর্ণ ভাবে উপড়ে না উঠিয়ে ফেলার আগ পর্যন্ত মানুষের মৃত্যু সম্পূর্ণ ভাবে উঠে যাবে না, কারণ এই পাপই সমস্ত মৃত্যুর মূল কারণ। আর যেসব মহৎ ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত সেই মহা গৌরবের দিনগুলি দেখবে এবং তাঁর সংগে সেই অনন্তকালীন রাজত্ব করবেন, কেবল মাত্র তারাই ঈশ্বরের সংগে ও তাঁর পুত্রের সাথে চিরস্থায়ী ভাবে বসবাস করবে।

বাইবেল যে ঐশরাজ্যের কথা বলে সেটি এই সময়ের একেবারে সর্বশেষ প্রান্তে শুরু হবে, কিন্তু সেই রাজ্যের প্রজা হবার অধিকার লাভ করার সুযোগ গ্রহণের নিমন্ত্রন দেওয়া শুরু হয়ে গেছে বহু আগে থেকেই, সুদীর্ঘ দুই হাজার বছর ধরে বিশ্বের সকল মানুষকে সেই নিমন্ত্রন জানানো হচ্ছে, আমরা দেখেছি খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের জন্য সেই প্রস্তুতী কাজ করা হয়ে আসছে। আমরা সকলেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে স্বতন্ত্রভাবে উপকৃত হব এই সহভাগীতার রাজত্ব থেকে। এইজন্য আমাদের শুধুমাত্র প্রয়োজন দৃঢ় বিশ্বাসের, যে বিশ্বাস ছিল অব্রাহামের এবং অব্রাহামের মত বাধ্য থাকতে হবে।

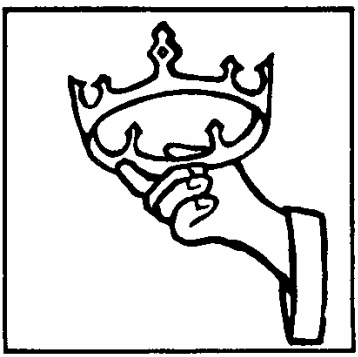

যীশু তাঁর বলা একটি দৃষ্টান্তে দেখিয়েছেন যে, ঈশ্বরের রাজ্য একটি বিবাহ বাড়ীর মত, যেখানে লোকজনদের ডেকে আনা হয়েছে, এমনকি রাস্তায় যারা হেঁটে যাচ্ছে কিংবা মাঠে যারা কাজ করছে তাদেরকে ডেকে আনা হয়েছে যেন তারা সেই বিবাহ ভোজে অংশ নিতে পারেন। ভেবে দেখুন কত বড় সন্মান -মর্যাদার অংশীদার হই আমরা যখন এই জগতের কোন রাষ্ট্র প্রধান বা প্রেসিডেন্টের সাথে বসে খাবার খেতে সুযোগ পাই। অথচ প্রকৃতপক্ষে আমরা আরও অনেক বড় সন্মানীত ব্যক্তির আমন্ত্রণ পেয়েছি তার সাথে বসে খাবার। হ্যাঁ, পবিত্র বাইবেলের মাধ্যমে আমরা সেই আমন্ত্রণ পেয়েছি যেন ঈশ্বরের রাজ্যের মহান রাজা যীশু খ্রীষ্টের সাথে বসে খেতে পারি। সাধারণত: আমরা যখন কোন বিয়ে বাড়ীতে যাবার নিমন্ত্রণ পাই তখন বাজার থেকে নতুন ও সুন্দর পোষাক কেনার চেষ্টা করি। কিন্তু এক্ষেত্রে বিয়ে বাড়ীর কর্তাই নিমন্ত্রিত সবাইকে নতুন পোষাক দিবেন বিনা মুল্যে। যীশুর নিজের রক্ত আমাদের জীবনের সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেয় এবং বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রভু যীশুকে পরিধান করি যেন বিশুদ্ধতা লাভ করি ও

ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াবার যোগ্যতা লাভ করি। গালতীয়দের কাছে লেখা চিঠিতে পৌল বলছেন, "কারণ তোমাদের যাদের খ্রীষ্টের মধ্যে বাপ্তিস্ম হয়েছে, তোমরা কাপড়ের মত সরে খ্রীষ্টকে দিয়ে নিজেদের ঢেকে ফেলেছ" (গালাতীয় ৩:২৭)।

আসন্ন ঐশ্বরাজ্য

পৌল আরও বলছেন, "তোমরা যখন খ্রীষ্টের হয়েছ তখন অব্রাহামের বংশধরও হয়েছ। আর ঈশ্বর যা দেবার প্রতিজ্ঞা অব্রাহামের কাছে করেছিলেন তোমরাও সেই সবের অধিকারী হয়েছ" (গালাতীয় ৩:২৯)। চিন্তা করে দেখুন : তারাও যাতে আনন্দের সহভাগী হতে পারে সেজন্য ঈশ্বরের রাজ্যে ইস্রায়েলীয়দের একই ক্ষমা ও অনুগ্রহ দেখাবেন ঈশ্বর। যখন ঈশ্বরের সেই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে তখন অব্রাহামের সেই দেশের পূর্ণ উত্তরাধিকারী হবে তারা, ইস্রায়েল জাতীয় অতীতে সকল শৈর্য্য--বীর্য (সৌন্দর্য্য) ফিরে পাবে আবার রাজা দায়ূদের সেই সিংহাসন ফিরে পাবে তারা এবং এমন একটা পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে ন্যায্যতা ও শান্তি।

কিন্তু তার আগে রয়েছে একটা শতর্কবানী। এজগতে যীশু ফিরে আসবার সাথে সাথে অনুষ্ঠিত হবে এক মহা বিচার, যেখানে সকল যিহূদী ও পরজাতীয়দের হৃদয় সেই রাজ্যের রাধিরাজ যীশু খ্রীষ্টে বিচার করে দেখবেন। আর এজন্য অবশ্যই আমাদেরকে সেই দিনটির জন্য প্রস্তুতী নিতে হবে। পৌল বলছেন, "কিন্তু তোমার মন কঠিন, তুমি তো পাপ থেকে মন ফিরাতে চাও না। সেই জন্য যেদিন ঈশ্বরের ক্রোধ প্রকাশ পাবে, সেই দিনের জন্য তুমি তোমার পাওনা শাস্তি জমা করে রাখছ। সেই সময়েই ঈশ্বরের ন্যায় বিচার প্রকাশ পাবে। তিনি প্রত্যেক জনকে তার কাজ হিসাবে ফল দেবেন। যারা ধৈর্য্যের সংগে ভাল কাজ করে ঈশ্বরের কাছ থেকে গৌরব, সন্মান এবং শেষহীন জীবন পেতে চায়, ঈশ্বর তাদেরই জীবন দেবেন। কিন্তু যারা নিজেদের ইচ্ছামত চলে আর সত্যকে না মেনে অন্যায়কে মেনে চলে ঈশ্বর তাদের ভীষন শাস্তি দেবেন" (রোমীয় ২:৫-৮)। গৌরব মহিমা, সন্মান -মর্যাদা, অমরনশীলতা এসবই সেদিন ঈশ্বরের রাজ্যে আমাদেরকে দেওয়া হবে। প্রেরিত পৌল এই মহান পুরুষ্কাকে এভাবে চিহ্নিত করেছেন, তাই আমার জন্য সৎ জীবনের পুরুষ্কার তোলা রয়েছে। বিচার দিনে ন্যায় বিচারক প্রভু আমাকে সেই পুরুষ্কার হিসাবে জয়ের মালা দান করবেন। --- যারা তাঁর ফিরে আসার জন্য আগ্রহের সংগে অপেক্ষা করেছে তাদের সবাইকে দান করবেন (২ তীমথিয় ৪:৮)।

যীশুর সেই ফিরে আসবার দিন একেবারে কাছে এসে গেছে। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই বা এমন কিছুই নেই যা আমাদেরকে অব্রাহামের কাছে করা ঈশ্বরের আশ্চর্য্য-- জনক সেইসব প্রতিজ্ঞার অংশীদার হতে বিরত রাখতে পারে। ঈশ্বরের সেই মহান পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সকল পথ প্রস্তুতের সমস্ত ব্যাবস্থা সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর মনোনীত জাতির লোকদের দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর সেই মহান পরিকল্পনা ধাপে ধাপে তলে ধরেছেন, যা আমরা বাইবেলের সুসমাচার ও অন্যান্য স্থানে বর্ণনায় দেখতে পাই এবং যে বাক্য আমরা সর্বান্তকরনে

বিশ্বাস করি। কিন্তু আমাদেরকে সেই সত্য অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে ও সেই অনুসারে জীবন যাপন করতে হবে এবং যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে যেমনটি আশা করেন তেমন জীবন যাপন করতে হবে। কারণ যীশু বলেন, "যে কেউ বিশ্বাস করে এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে সেই পাপ থেকে উদ্ধার পাবে..." (মার্ক ১৬:১৬)।

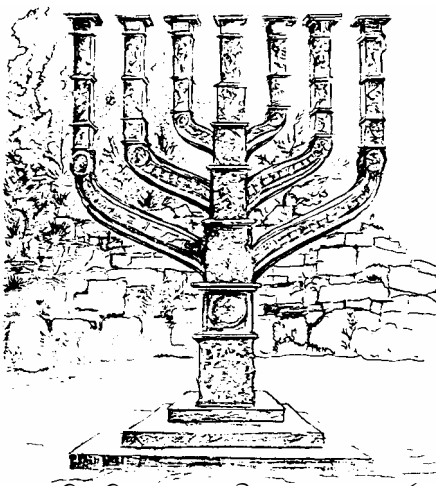

আধুনিক যিরূশালেম নগরীতে মেনোরা ভাস্কর্য